NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ খ্রিস্টমাস থেকে বছরের শেষ দিন, আমাদের শীতকালীন অধিবেশন

আরামবাগের ঐতিহাসিক মান্দারন পর্যটন কেন্দ্রে বড়দিনে পর্যটকদের ঢল ৬

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ৯ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 26.12.2023, Vol.17, Issue No. 194, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আটক ৪ চাকরিপ্রার্থীর জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে আন্দোলন করে আটক চাকরিপ্রার্থীরা জামিন পেলেন সোমবার। ২ হাজার টাকার বন্ডে এদিন জামিন মঞ্জুর করা হয়। আগামী ৩০ জানুয়ারি হাজিরা দেওয়ার দিন নির্ধারিত হয়েছে। তবে এদিন আদালত তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। জামিন পাওয়ার পর আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় তাঁদের। পুলিশি গ্রেপ্তারের ঘটনায় মানসিক ভাবে যে তাঁরা বিপর্যস্ত, এমনটাই জানান ওই চাকরিপ্রার্থীরা। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার আলিপুর আদালতে ধৃত ৪ চাকরিপ্রার্থীর জামিন মঞ্জুর করা হয়। ধৃত ৪ জনের বিরুদ্ধে ১৪ দিনের জেল হেপাজত চেয়ে আবেদন করেছিল পুলিশ। কিন্তু সেই আবেদন এদিন খারিজ করে দেয় আদালত।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটে সোনা-হিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কামারহাটি পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার তমাল দত্তের বাড়ি থেকে আড়াই কিলো সোনা ও হিরের গয়না পেল ইডি। সোমবার ইডির হানার পর তাঁর বাড়ি থেকেই এই বিপুল জিনিস উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। তমালের অর্জুনপুরের ফ্ল্যাট থেকে এই সম্পত্তির নথি ও গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। চাকরি পাওয়ার ৬ বছরের মধ্যে এত টাকার সম্পত্তি কীভাবে জানতে চায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ইডি দিল্লিতেও পাঠিয়েছে বলে খবর।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

মালদহে গয়নার দোকানে ডাকাতি, গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: থানার অদূরে সবার চোখের সামনে ঘটে গেল ডাকাতি। চলল গুলিও। সোমবার ভরসন্ধ্যায় এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের চাঁচলে। পুলিশকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা। পুলিশের গাড়ি ঘিরে হল বিক্ষোভ। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যায় চাঁচলে একটি বড় গয়নার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় দুটো বাইক। মোট পাঁচ জন ডাকাত ছিল তাতে। বাইক থেকে নেমেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তারা গয়নার বিপণীতে ঢোকে। অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই গয়নার দোকানের কয়েক জন কর্মীকে মারধর করা হয়। কারও কারও মাথায় আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়। নির্দেশের সুরে পাঁচ জন বলে সব গয়না বার করতে বলে। ওই ডাকাতির দৃশ্য পথচারীরাও দেখেছেন। কিন্তু ভয়ে কেউ এগোতে পারেননি। তার মধ্যেই কয়েক জন 'ধর-ধর' আওয়াজ তুলতেই গুলি চলে বলে অভিযোগ। অল্প কিছু ক্ষণের মধ্যে দুটো ব্যাগে লুটের মাল ভরে বেরিয়ে যায় ডাকাতদল। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বড়-প্রার্থনা...

সোমবার বড়দিন উপলক্ষে পার্কস্ট্রিটের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে প্রার্থনায় মগ্ন ভক্তরা। *ছবি: অদিতি সাহা*

বড়দিনে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা মোদি-মমতার

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: বড়দিনের আনন্দে মেতেছে গোটা বিশ্ব। ব্যতিক্রম নয় ভারতও। আর যিশুর জন্মদিনে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার থেকে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি-সহ অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশবাসীকে।

এই বিশেষ দিনে সকাল সকাল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মোদি। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'প্রত্যেককে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা। আশা করি, এই উৎসব আপনার জীবনে আনন্দ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বহন করে আনবে। সম্প্রীতি বজায় রেখে ভালো কাজে অগ্রগতি করতে হবে। সেই সঙ্গে যিশুর দেওয়া শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।'

দেশবাসীকে অনেকটা একইভাবে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। তিনি লেখেন, এই উৎসব সকলের মধ্যে সম্প্রীতি আর ভালোবাসা ছড়িয়ে দিক। যিশুর বাণী থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এদিন নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনেই বড়দিন উদযাপিত হয় এবং সেই উপলক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপচারিতাও করেন প্রধানমন্ত্রী। আলাপচারিতায় তিনি বলেন, 'এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের মুহূর্ত যে, আমার বাসভবনে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছে। কয়েক বছর আগে পোপের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেটা আমার জন্য খুব স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল।'

এদিন যিশুখ্রিস্টকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'বড়দিন হল সেই দিন, যেদিন আমরা যিশুর জন্মদিন উদযাপন করি। তাঁর জীবনকে স্মরণ করার একটি সুযোগ হল এই দিনটি। যিশুখ্রিস্ট এমন একটি সমাজ তৈরি করার জন্য কাজ করেছিলেন, যেখানে সকলের জন্য ন্যায়বিচার থাকবে। এই মূল্যবোধগুলি আলোর মতো আমাদের দেশের উন্নয়নে দিশা দেখাচ্ছে।'

দেশে নতুন করে কোভিড আক্রান্ত ৬০০-রও বেশি

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: নতুন করে দেশে সোমবার কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ৬২৮ জন। গত দিনের তুলনায় একটু হলেও কমেছে সংক্রমিতের সংখ্যা। রবিবার দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৭৫২ জন। দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা এখন ৪,০৫৪। সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তাতে দেখা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন এক জন। কেরলে মৃত্যু হয়েছে ওই রোগীর। গত দিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে দেশে। আগের ২৪ ঘণ্টায় দেশে মারা গিয়েছিলেন ছ'জন।

সোমবার পর্যন্ত গোটা দেশে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৪ জনের। এখন পর্যন্ত দেশে কোভিড আক্রান্ত চার কোটি ৫০ লক্ষ ন'হাজার ২৪৮ জন। কোভিড থেকে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠেছেন চার কোটি ৪৪ লক্ষ জনেরও বেশি। মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে, দেশে সুস্থতার হার ৯৮.৮১ শতাংশ। মৃত্যুর হার ১.১৯ শতাংশ। সেখানে জানানো হয়েছে, ২২০ কোটি ৬৭ লক্ষ ডোজ টিকা এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

মনে করা হচ্ছে ওমিক্রনের নতুন উপরূপ জেএন.১ এই সংক্রমণের জন্য দায়ী। ইন্ডিয়া-সার্স-সিওভি২ জিনোমিক কনসর্টিয়ামের প্রধান এনকে অরোরা জানিয়েছেন, এর জন্য নতুন করে টিকা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত প্রবীণ এবং কোমর্বিডি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের। জেএন.১-এর প্রভাবে জোরালো সংক্রমণ দেখা যায়নি এখনও পর্যন্ত। এই উপরূপে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে না। মৃত্যুও হচ্ছে না তেমন। রোগীরা দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছেন। জ্বর, কাশি, সর্দি ছাড়াও ডায়েরিয়া এবং গা-হাত-পা ব্যথার মতো উপসর্গ থাকছে রোগীদের।

মিষ্টির দোকানের গোডাউনে দমবন্ধ হয়ে মৃত দুই কারিগর

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিষ্টির দোকানের গোডাউনের ভিতর দম আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু দুই কারিগরের। সোমবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর থানার উইলিয়াম কেরি সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানের গোডাউনে এই ঘটনাটি ঘটেছে। আট জন কর্মীকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গোডাউন থেকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় দোকানের দুই কর্মী মারা গিয়েছেন। মৃত দুই কর্মীর নাম অতনু রুইদাস (২২) এবং বিধান মণ্ডল (২১)। বাকি ছয় জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কারিগরদের সকলেই বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে মিষ্টির দোকান বন্ধ করার পর ওই দোকানের আট জন কারিগর ঘুমোতে চলে যান। মিষ্টির দোকানের পিছনের ঘরে গোডাউনেই ঘুমোচ্ছিলেন তাঁরা। মাঝরাতে হঠাৎ সকলের শ্বাস নিতে কষ্ট হলে দোকানের মালিক মিলন মণ্ডলকে বিষয়টি ফোন করে জানান এক কর্মী।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছন মিলন। গোডাউনের দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেন তিনি। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভাঙতে বাধ্য হন দোকানের মালিক। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মিলন বলেন, 'ফোনে খবর পেয়েই ছুটে চলে আসি। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ১৫-২০ মিনিট ধরে ডাকাডাকি করার পর দরজা ভাঙতে হয়। দরজা খুলে দেখি যিনি আমায় ফোন করে ডেকেছিলেন, তিনি অচেতন অবস্থায় দরজার সামনে পড়ে রয়েছেন।'

কী ভাবে গোডাউনের ভিতর দমবন্ধ হয়ে কর্মীরা জ্ঞান হারালেন, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে, গোডাউনের ভিতরে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার লিক করেই এই ঘটনা ঘটেছে।

সেই গ্যাস গোটা ঘরে ছড়িয়ে গেলে দম বন্ধ হয়ে যায় দোকানের কর্মীদের। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। আসানসোল দুর্গাপুর থানার পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি তথাগত পাণ্ডে বলেন, 'সম্ভবত মিষ্টির দোকানের যে উনুনে রাতের দিকে কয়লা দিয়ে রাখা হয়, তার বিষাক্ত ধোঁয়া থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে।'

বিয়ের পরেও প্রেমিকের সঙ্গে পালানোর ছক মেয়ের

গাড়ি চাপা দিয়ে বাবাকে খুন প্রাক্তনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেমিকের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক মানেনি পরিবার। বিয়ে দিয়েছিল অন্য ছেলের সঙ্গে। তবে পুরনো প্রেমিককে ভুলতে পারেনি মহিলা। বাপের বাড়ি এসে ফের পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে ছক কষেছিল পালানোর। সেই গোটা বিষয়টি দেখতে পেয়ে যায় মেয়েটির বাবা। এরপরই মেয়ের বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করে প্রাক্তন প্রেমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার অন্তর্গত যোগ্য নগর গ্রামের। জানা গিয়েছে, সাত দিন আগে কুতুবা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানের বাসিন্দা শেখ ইউনিসের। তবে সাতদিন পর বাপের বাড়ি যখন কুতুবা ফিরে আসেন সেই সময় তিনি পুনরায় নিজের প্রাক্তন প্রেমিক শেখ শফিকুলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন বলে অভিযোগ। এরপর রাতের অন্ধকারে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বাবার চোখে পড়ে যায়।

অভিযোগ, তখনই গাড়ির মেয়ের বাবা শেখ কুদ্দুসকে গাড়ি চাপা দেয় শফিকুল। কুদ্দুসের চিৎকারে অভিযোগ ছুটে আসেন গ্রামবাসী এবং পরিবারের লোকজন। আহতকে তাঁরা প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের স্থানান্তরিত করা হয়। তবে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ যাওয়ার রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের দাবি প্রত্যেকেই যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়। গোটা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়।

বাংলাদেশে ফের তৈরি নতুন ঘূর্ণাবর্ত

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া বদলের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের আবহাওয়ার বড় আপডেট। বাংলাদেশে ফের নতুন করে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। আর তারই জেরে এবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকতে পারে শুক্রবার। এদিকে বাংলাদেশ ঘূর্ণাবর্ত থাকার ফলে পূবালি হাওয়ার দাপট বাড়ছে। কমবে উত্তর পশ্চিমী শীতল হাওয়ার প্রভাব। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার বড় বদলের সম্ভাবনা।

হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে আগামী কয়েকদিন। কোথাও কোথাও দেখা যাবে ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশা কেটে গেলে মূলত পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় আগামী কয়েকদিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। সকালের দিকে হালকা মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে মূলত। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা ও ধোঁয়াশা রয়েছে। পরে মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে বলেই ইঙ্গিত আবহাওয়ার। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিন এরকম আবহাওয়াই থাকবে। সকাল সন্ধ্যায় শীতের আবেগ থাকলেও দিনের বেলায় কার্যত উষ্ণতার ছোঁয়া।

কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে। সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। রবিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬১ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১৭ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার নাগাদ বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা সিকিমে। সিকিমে তুষারপাতের প্রভাব পড়বে দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়। বাকি উত্তরবঙ্গে শুকনো আবহাওয়া বহাল থাকবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার নাগাদ ফের তুষারপাতের সম্ভাবনা। সিকিমের আবহাওয়ার প্রভাব পড়তে পারে দার্জিলিংয়ে। ফলে যাঁরা বেড়াতে যাচ্ছেন পাহাড়ে তাঁদের জন্য স্নো-ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

এদিকে সারা ভারতের আবহাওয়ার ক্ষেত্রে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বার্তা, উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কম থাকবে। পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু এলাকায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যাবে। পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, দিল্লিতে পারদ ছয় থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশা সতর্কতা পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে। পঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত ৮ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ঘন কুয়াশা থাকবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে। অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যগুলিতে কুয়াশার দাপট থাকবে। বর্ষশেষে উত্তর পূবালি হাওয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তামিলনাড়ু-সহ দক্ষিণ ভারতে। অন্যদিকে, বর্ষশেষের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বৃষ্টি ও তুষারপাতের আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এমন কি শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে দক্ষিণ ভারতেও। তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি, মাহে, করাইকালে বৃষ্টি চলবে বিক্ষিপ্তভাবে। বৃষ্টি হবে কেরল মাঠে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 12/15th CFC(UNTIED) (8)/ 2023-2024/BT- I/9e, 13/15th CFC(TIED)(2)/2023-2024/BT-I/10e.** Last date of submission **06.01.2024 up to 10a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Palashipara Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Palashipara, Nadia, **W.B. NIET NO. 19/15th CFC/ PPGP/2023-24 (UNTIED), MEMO NO. PPGP/ 498/2023, Dated- 23.12.2023.** Last date of submission **09.01.2024 up to 12.55p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Palashipara Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে ডিসেম্বর, ৯ ই পৌষ, মঙ্গলবার। পূর্ণিমা তিথী, জন্মে বৃষ রাশি অষ্টোত্তরী রবি র, মহাদশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ মঙ্গলবার, যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি ,জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে।এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি :মঙ্গলবার। আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ মঙ্গল বার এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি :পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : আজ মঙ্গল বার। দেবী মায়ের কৃপা আছে। মন চাইবে বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে খুশি র বাতাবরণ। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দ্বারা ও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে ঈশ্বরের কৃপা পাবেন কি ভাবে ? মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ ।দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধব দ্বারা পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে।মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ভালো শ্বশুর বাড়ি র সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি :আজ গ্রহ স্থিতি শুভ। আজ শ্বশুর বাড়িতে সম্মানিত হবেন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের! আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : দেবী দুর্গার ওপর ভরসা রাখলে আজ শুভ দিন। মনের কাজটা বাধা পড়বে না মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দাবিমতো 'তোলা' না মেলায় খড়দায় দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলার টাকা চেয়ে না পেয়ে দোকানে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল শাসকদলের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে খড়দার রহড়া থানার কল্যাননগর বটতলা দস্তিদার বাগান এলাকায় রবিবার রাতে। অভিযোগ, বাইকে চেপে তিন যুবক মত্ত অবস্থায় হানা দেয় দোকানে। মদ খাওয়ার টাকা চেয়ে না পেয়ে দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে, ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা লুঠ করে ওরা চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত দোকানদার দীপু সাহার অভিযোগ, তৃণমূলকর্মী ডাম্পার দলবল নিয়ে তাদের দোকানে হানা দেয়। দোকানের সাটার ফেলে দোকান বন্ধ করতে বলে। এরপর ওরা দাদাকে মারধর করতে থাকে। দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনিও আক্রান্ত হন। এরপর ওরা দোকানে ভাঙচুর চালায়। দীপুর অভিযোগ, টাকা চেয়ে না পেয়ে ওরা মদ্যপ অবস্থায় দোকানে হামলা চালিয়েছে। খড়দার আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি গোপাল সাহার লোকজনের বিরুদ্ধে এই হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে শ্রমিক নেতা গোপাল সাহার দাবি, তোলাবাজির অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁকে কালিমালিপ্ত করতে এসব রটানো হচ্ছে। গোপাল সাহা বলেন, 'কেউ অন্যায় করলে শাস্তি পাবেই। তবে দল এই ধরনের ঘটনা সমর্থন করে না।'

এদিকে হামলার ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রহড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত ডাম্পার ও সন্তুকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনা নিয়ে খড়দা পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার বলেন, 'আমাদের দলের কিছু নেতার জন্যই এদের এত বাড়বাড়ন্ত। আমি বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি।'

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে বড়দিন পালন খড়দায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অনেকের ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম। চার দেয়ালে আবদ্ধ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের কেউ খোঁজ রাখেন, আবার কেউ খোঁজই রাখেন না। স্বভাবতই ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলির আনন্দ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের কাছে অধরাই থেকে যায়। তবে খড়দার 'নিভালয়' বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা সোমবার একটু আলাদাভাবেই কাটালেন। বড়দিন উপলক্ষে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা কেকও কাটালেন। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে মায়েদের হাতে তুলে দেওয়া হল শীতবস্ত্রও। এদিন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের নিয়ে যৌথভাবে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান হিউম্যান রাইটস নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার খড়দা ইউনিট এবং অনলাইন সংবাদ মাধ্যম 'আর টিভি বাংলা।' নিভালয়ের আবাসিকরা জানালেন, এদিন তারা খুব আনন্দের মধ্যে কাটালেন। উপহার হিসেবে তারা পেলেন শীতবস্ত্রও। উক্ত অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি শুভঙ্কর গাঙ্গুলি জানালেন, তারা মূলত মানুষের কথা তুলে ধরেন। জানান, সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি তাঁরা অসহায় মানুষের পাশেও দাঁড়াতে চান।

লড়াকু নেত্রী হিসেবে দেশের জনতা মমতাকেই চেনেন, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লড়াকু নেত্রী হিসেবে দেশের জনতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চেনেন। 'চাকলা চলো' অভিযান সফল করার লক্ষ্যে সোমবার সন্ধেয় ভাটপাড়ার ১১ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত সভায় হাজির হয়ে বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং।

সাংসদের ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৪২ টি আসনেই তৃণমূল জিতবে। সাংসদের সংযোজন, ২০২৪ সালে বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের সরকার হলে, তারা দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রধানমন্ত্রী করার দাবি রাখবেন। পাপ্পুর গ্রেপ্তারি নিয়ে সাংসদ বলেন, 'ওকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' জানান, গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে আইনি লড়াই জারি রাখবেন। প্রসঙ্গত, পাপ্পু গ্রেপ্তার হওয়ার পর দলের কিছু নেতা সাংসদকে নিশানা করে চলেছেন। এ ব্যাপারে সাংসদ বলেন, দলের সভাপতি সুব্রত বক্সী তাঁওকে চুপ থাকতে বলেছেন। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, মামুদপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান হারান ঘোষ, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, কাউন্সিলর সত্যেন রায়, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, অম্বর চক্রবর্তী, মন্নু সাউ, প্রাক্তন কাউন্সিলর মনোজ গুহ, সোহন প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ।

জাতীয় সড়কের দুই লেন দখল করে বসছে বাজার এবং চলছে অবৈধ পার্কিং!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা বাজার না ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। বেমালুমভাবে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লি প্রায় এক কিলোমিটার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই লেন দখল করেই অবাধে চলছে বাজার এবং পার্কিং। যার ফলে যানজট বাঁধার পাশাপাশি দুর্ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে বলে অভিযোগ। এব্যাপারে ইংরেজবাজার পুরসভা ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। এখন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের রাস্তায় রীতিমতো শাক, সবজি, ফল, ফুলসহ নানা ধরনের সামগ্রী নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেচাকেনা চলছে। আরেকদিকের জাতীয় সড়কের রাঙ্খ স্তায় অবাধে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বেআইনি পার্কিং গড়ে উঠেছে। সবকিছু দেখে শুনেও পুরসভা ও প্রশাসন কেন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সে ব্যাপারেও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি এলাকার এখানেই রয়েছে চার লেনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। কথায় বলে, ইংরেজবাজারের ব্যস্তবহুল রথবাড়ি মোড় কখনো নাকি ঘুমায় না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনকলাহল এবং যানবাহনের যাতায়াত চলতেই থাকে। এছাড়াও জাতীয় ধারে বিভিন্ন ধরনের দোকান খোলা থাকে। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে এই এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জবর দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লি প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় দিয়ে কোনওরকম যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে না। রাঙ্খ স্তার মধ্যেই অবাঞ্ছিতভাবে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বাজার বসছে। আর সেখানে কেনাকাটা করতেও ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ।

সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা জাতীয় সড়ক। প্রতিদিনই এই বাজার আর পার্কিংয়ের জন্য যানজট বাড়ছে এবং দুর্ঘটনা ঘটছে। এ জন্য নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সব কিছু দেখে শুনেও পুরসভা ও প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, খুচরো ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করুক, তাতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে সাধারণ মানুষ যাতে কোনও রকম ভাবে সমস্যায় না পড়ে। জাতীয় সড়ক দখল করে বাজার বসার একটা অভিযোগ আমি শুনেছি। তবে প্রত্যেককেই বলব নিজেদের বেচাকেনার ক্ষেত্রে যাতে মানুষের যাতে সমস্যা না হয়।

ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরী বলেন, জাতীয় সড়ক দখল করে বেআইনি পার্কিং এবং বাজার বসাটা মোটেই ঠিক কাজ নয়। আমরা চাই যাতে পুলিশ ও প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুক ।ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শিবপুরের মন্দিরতলায় বিপুল টাকা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ২০২২ -এ শিবপুরের মন্দিরতলায় টাকার পাহাড়ের সন্ধান পেয়েছিল কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় তল্লাশি চালাতে গিয়ে উদ্ধারও হয় কয়েক কোটি টাকা। অনলাইনে রহস্যজনকভাবে টাকা লেনদেন করা হত, এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই তল্লাশি চালানো হয়েছিল বলে জানানো হয়। এরপর ফ্ল্যাটে খাটের তলায় মেলে রাশি রাশি টাকা। প্রতারণার মামলায় একে একে গ্রেফতার করা হয় তিন পাণ্ডে ভাই-কে। এক বছর পর সেই মামলায় গ্রেফতার করা হল মূল অভিযুক্তকে। কারণ, ঘটনার পর থেকে খোঁজ ছিল না অভিযুক্ত বিরাজ পাতিলের। তাঁকেই এবার গ্রেপ্তার করল ইডি। দুবাই থেকে ভারতে ফিরতেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। ইডি সূত্রে খবর, রবিবার রাতে দুবাই থেকে মুম্বই ফেরেন বিরাজ। মুম্বইতে নামার পর বিমানবন্দর থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। গ্রেপ্তারির পরে সোমবার সকালে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। টাকা উদ্ধারের মামলায় পুলিশ জানতে পেরেছিল বিশ্ব জুড়ে একটি লগ্নি সংস্থা চালানো হয়। 'নাইন এক্স গ্লোবাল' নামে ওই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন বিরাজ পাতিল। তাঁর বিরুদ্ধে ২০০০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ ছিল।

এর আগে এই ঘটনায় ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিল কলকাতা পুলিশ। চার্জশিটে নাম ছিল শৈলেশ পাণ্ডে, অরবিন্দ পাণ্ডে ও রোহিত পাণ্ডের। এই তিন জনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি তাঁদের এক সহযোগী প্রসেনজিৎ দাসকেও গ্রেপ্তা করা হয়েছিল। চার জনেরই জেল হেপাজত হয়। বাকি ন'জন অভিযুক্তকে পলাতক হিসেবে দেখানো হয়েছিল চার্জশিটে। দুজনের বিরুদ্ধে জারি হয়েছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা, তার মধ্যে অন্যতম বিরাজ পাতিল। পরে মামলার তদন্তভার নেয় ইডি। এরপর বিরজকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা করছিল ইডি। অবশেষে ইডির জালেই ধরা পড়ল বিরাজ।

বড়দিনের ছুটিতে জমজমাট বাঁকুড়ার রানি মুকুটমণিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরো একটা ২৫ ডিসেম্বর, আরো একটা বড়দিন। আর এমনই একটা বিশেষ দিনে 'সর্ষে পায়ে ভ্রমণ প্রিয় বাঙালি' সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে। আর তাদের বড় অংশের অন্যতম 'ডেস্টিনেশন' হয়ে উঠেছে বাঁকুড়ার প্রথম সারির পর্যটন কেন্দ্রগুলি। জেলার উত্তরের শুশুনিয়া পাহাড় থেকে দক্ষিণের মুকুটমণিপুর, সর্বত্রই সকাল থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছেন। কেউ এসেছেন পিকনিক করতে, তো আবার কেউ কেউ এসেছেন ছুটির দিনে নিখাদ আনন্দ উপভোগ করতে। সব মিলিয়ে বড় দিনে জমজমাট শুশুনিয়া থেকে মুকুটমণিপুর সহ জেলার সর্বত্র।

উৎসবের মেজাজ 'বাঁকুড়ার রাণি' মুকুটমণিপুরেও। এখানে জল জঙ্গল আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে ফি বছর অসংখ্য পর্যটক এখানে ছুটে আসেন। আর বছরের বিশেষ দিনগুলিতে তো কথাই নেই। মানুষের উপস্থিতির সেই সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এখানে এসে জলাধারে নৌকোভ্রমণ না করে ফিরে যাবেন এমন বেরসিক মানুষ বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর তাই তৈরি নৌচালকরাও। নৌচালকরা নৌ ভ্রমণের জন্য সবসময়ের জন্য প্রস্তুত পর্যটকদের নিয়ে কাঁসাই আর কুমারীর সঙ্গমস্থলের বিশালাকার জলাধারে বুকে নৌভ্রমণের জন্য। প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ৯২ টি বাস, ছ'শো-র বেশি ছোটো গাড়ি এখানে পৌঁছেছে। এই সংখ্যা আরো বাড়বে বলেই অনেকে আশা করছেন।

'বাঁকুড়ার রাণি' মুকুটমনিপুরে এসে খুশি পর্যটকরাও। মুশাফিরানা, ডিয়ার পার্ক থেকে পরেশনাথ শিব মন্দির, বারোঘুটু পাহাড় ঘুরে সোনাঝুরি ইকো পার্কে খানিক বিশ্রাম করে নিচ্ছেন অনেকে। সবমিলিয়ে বড় দিনের সকাল থেকে আনন্দোৎসবে মেতেছে মুকুটমণিপুর।

অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সতর্ক করল আইসিএমআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ'। কলকাতা এবং এর লাগোয়া জেলাগুলির সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত শিশু ও কিশোরদের কফের নমুনা পরীক্ষা করে আইসিএমআর-এর গবেষকরা জানিয়েছেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিপজ্জনক প্রজাতি 'বি৭/৩' ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। আইসিএমআরের অধীনস্থ সংস্থা কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস, নাইসেড-এর গবেষকেরা কলকাতা ও এর সংলগ্ন জেলাগুলির সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা ৩১১৫ জন রোগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে ১ হাজার ২৫৭ জনের দেহে অ্যাডিনো ভাইরাস পেয়েছেন। এদের মধ্যে ৪০ জন 'বি৭/৩' প্রজাতির অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত। আক্রান্তদের মধ্যে ৯৭ শতাংশের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ছিল। পরে এদের অনেকের মৃত্যুও হয়।

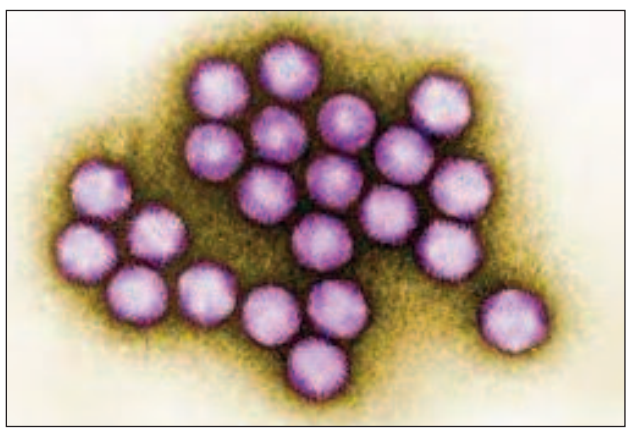

ওই গবেষকরা জানিয়েছেন, অ্যাডিনোভাইরাসের এই প্রজাতির মারণ-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এর আগে কখনও পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের কোথাও অ্যাডিনোর এই ধরনের প্রজাতির কথা নথিভুক্ত হয়নি। এ প্রসঙ্গে নাইসেডের প্রধান শান্তা দত্ত জানিয়েছেন, অ্যাডিনোর এই বিপজ্জনক প্রজাতি সম্পর্কে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে জানানো হয়েছে। অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে এবং তা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে পাঠানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

প্রয়াত অমলপ্রাণা মাতাজি, শোকের ছায়া ভক্তমহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজি। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজি প্রয়াণে ভক্তদের মধ্যে নেমেছে শোকের ছায়া। সোমবার সকাল সাতটা থেকে তাঁর নশ্বর দেহ সারদা মঠের স্কুল ভবনে শায়িত। ভক্তরা সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

বুকে যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত ২২ অক্টোবর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। ২০ ডিসেম্বর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। ভেন্টিলেশনে রাখা হয় তাঁকে। ডায়ালিসিসও করা হচ্ছিল অমলপ্রাণা মাতাজির। রবিবার সকালে দক্ষিণেশ্বরের প্রধান কার্যালয়ে আসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। সেই অনুযায়ী ভেন্টিলেশন সাপোর্টেই সেখানে আনা হয় তাঁকে। এর পর সন্ধ্যায় জীবনাবসান।১৯৩১ সালে মহীশূরে জন্ম। সেখানেই বেড়ে ওঠা। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। জ্যোতিশ্বরানন্দের কাছে দীক্ষা নেন অমলপ্রাণা মাতাজি। ১৯৫৭ সালে তিনি সারদা মঠে যোগ দেন। তার ঠিক আট বছর পর ১৯৬৫ সালে সন্ন্যাস নেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারদা মঠে অধ্যক্ষা হন। ১৯৭৪-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যাভবনের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৩ সালে সারদা মঠের পরিচালন সমিতির সদস্য হন। ১৯৯৪ সালের মে মাসে সংঘের সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন অমলপ্রাণা মাতাজি। ১৯৯৯ সালে সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে সাধারণ সম্পাদক হন। তাঁর মৃত্যুতে নেমেছে শোকের ছায়া।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ১০ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার

কলকাতায় শাহ-নাড্ডা সফরে ‘বিবেকানন্দ’ ইস্যুতে প্রতিবাদে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু’দিনের সফরে কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ। সোমবার মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছবেন আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । সঙ্গে থাকছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় মহাত্মা গান্ধি রোডে একটি গুরুদ্বারে যাবেন অমিত শাহ। ওই দিনই সাড়ে ১১টা নাগাদ কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার কথা তাঁর। কালীঘাট মন্দির থেকে হোটেলে ফিরে বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক। প্রায় ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবেন অমিত শাহ।

এদিকে শাহের সফরেই মাঝেই পালটা পথে নেমে প্রতিবাদ করবে তৃণমূল। স্বামী বিবেকানন্দকে অপমানের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদেই কর্মসূচি ঘোষণা করল তৃণমূল। মঙ্গলবার দিনভর শহরে থাকবেন অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডা। তাঁরা কলকাতায় থাকাকালীন ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ করবে তৃণমূল। এমনকী, কলকাতায় রয়েছে মহামিছিল।

প্রসঙ্গত, রবিবার ব্রিগেডে ‘লক্ষ কণ্ঠ গীতাপাঠ’ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘বাংলা বহু যুগ ধরে এই সনাতন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এবং ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল। মাঝে বাংলা কিছুটা ডিরেলড হয়েছিল, বামপন্থীদের দ্বারা। এখন দেখতে পাচ্ছেন না অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। গীতাপাঠের থেকে ফুটবল খেলা ভালো যারা বলছেন তারা বামপন্থী প্রোডাক্ট।’ এর প্রতিবাদেই পথে নামছে তৃণমূল।

তৃমূলের তরফে জানানো হয়েছে, ব্লকে ব্লকে স্বামীজির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন যুব তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। স্বামীজির

(ফাইল ছবি)

আদর্শ মেনে মিছিলে চাইতে হবে।

অন্য দিকে, বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে ‘পথ’ ঠিক করে নিতে মঙ্গলবার দফায় দফায় হবে বৈঠক। সারাদিনে মোট তিনটি বৈঠক হওয়ার কথা। আর তার মধ্যে একেবারে নতুন কিছু করার ভাবনা বিকেলে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের বৈঠকে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় গ্রন্থাগারে বিজেপির বৈঠকে দলের সমাজমাধ্যম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্তদের ডাকা হয়েছে। ডাক পেয়েছেন দলের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার রাজ্য এবং জেলা স্তরের সদস্যরা। এ ছাড়াও, সরাসরি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত না হলেও সমাজমাধ্যমে গেরুয়া শিবিরের হয়ে পোস্ট করেন, এমন অনেক নেটপ্রভাবীকেও ডাকা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। মোদি এ রাজ্যের অনেক প্রধান নেতাকেই সমাজমাধ্যমে ফলো করেন না। আবার সমাজমাধ্যমে সক্রিয়, দলের এমন অনেক কর্মীকেও ফলো করেন প্রধানমন্ত্রী। একই ভাবে বিজেপি নন, এমন নেটপ্রভাবীদেরও ফলো করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী যাঁদের ফলো করেন, তাঁদের মঙ্গলবার শাহ-নাড্ডার বৈঠকে হাজির করাতে চায় রাজ্য বিজেপি।

কামারহাটির পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে মিলল প্রচুর সোনা, হিরের গয়না

চাকরি পাওয়ার ৬ বছরে কীভাবে এত সম্পত্তি! প্রশ্ন ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডির হানায় কামারহাটি পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে মিলল আড়াই কিলো সোনা, হিরের গয়না। ওই ইঞ্জিনিয়ারের নাম তমাল দত্ত। সূত্রের খবর, তমালের অর্জুনপুরের ফ্ল্যাট থেকে এই সম্পত্তির নথি ও গয়না উদ্ধার করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ গয়না উদ্ধারের পর চাকরি পাওয়ার ৬ বছরের মধ্যে এত টাকার সম্পত্তি কীভাবে জানতে চায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট দিল্লিতেও পাঠানো হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। পুর-দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে এই বিপুল সম্পত্তি সামনে এসেছে বলেই দাবি করা হয়েছে ইডির তরফ থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল পরিমাণ গয়না চাকরি বিক্রির টাকাতেই এই বিপুল সম্পত্তি তমালের কি না তা নিয়েও। এদিকে এই সম্পত্তি এবং গয়না বাজেয়াপ্ত

করার অনুমতি চেয়েছে তারা।

এদিকে ইডি সূত্রের খবর, যে সম্পত্তির নথি তদন্তকারীরা পেয়েছেন, তা প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি। যদিও তমাল দত্তর দাবি, পারিবারিক সম্পত্তি বা পারিবারিক গয়না। ইডি সূত্রে খবর, এ দাবির সপক্ষে এখনও তমাল দত্ত কোনও নথি পেশ করতে পারেননি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রথম থেকেই কামারহাটি পুরসভা ইডির স্ক্যানারে। কখনও পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহার বাড়িতে গিয়েছে ইডি, আবার কখনও তাঁর ডাক পড়েছে সিজিও কমপ্লেক্সে।

‘পুলিশের ওপর চড়াও হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা’, ধোপে টিকল না আইনজীবীর যুক্তি, মিলল জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ধরনা দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া চার পুরুষ চাকরিপ্রার্থীর জামিন সোমবার মঞ্জুর করল আদালত। ধোপে টিকল না সরকারি আইনজীবীর যুক্তি! অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন বাকি ৪ চাকরিপ্রার্থীও।

সোমবার আলিপুর আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় আন্দোলন করতে ঢুকে পড়েছিলেন উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা । আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে ৫৯ জন চাকরি প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

নিয়োগের দাবিতে শুক্রবার হাজরায় জড়ো হয়েছিলেন উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। মিছিল চলাকালীন কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ঢুকে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল, মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া। তবে মাঝপথেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। ৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করে তারা। তাঁদের মধ্যে ৫৫ জন মহিলা চাকরিপ্রার্থী শনিবারই জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকি ৪ পুরুষ চাকরিপ্রার্থীকে দুদিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছিল। সোমবার তাঁদের আদালতে তুলে তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে চায় পুলিশ। কিন্তু তাঁদের দাবি খাটেনি।

এদিন সরকারি আইনজীবীর কাছে বিচারক- তদন্তের অগ্রগতি কেমন জানতে চান। সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। পালটা দাবি করেন, আন্দোলনকারীরা অপরাধমূলক কাজ করেছিলেন। পুলিশের উপর চড়াও হয়েছিলেন তাঁরা। পালটা আন্দোলনকারীদের আইনজীবী জানান, ধৃতরা কেউ সরাসরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দু’জন চায়ের দোকানে বসেছিলেন এবং বাকি দুজন মোবাইলে ভিডিও করছিলেন। তাঁর আরও দাবি, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সরকারি আইনজীবীর যুক্তি আদালতে টেকেনি।

জামিন পেয়ে যান ৪ জনই। মুক্তির পর রীতিমতো তাঁদের মালা পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

কলকাতা থেকে অযোধ্যা এক উড়ানেই, রামমন্দির দর্শন সহজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে তোড়জোড়ের অন্ত নেই। আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন। তার আগেই অযোধ্যার ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। সেই মতোই কাজ এগোচ্ছে। সূত্রের খবর, আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে দেশের একাধিক বড় শহরের সঙ্গে বিমানপথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে অযোধ্যার। সেই শহরগুলির মধ্যে দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো রয়েছে বাংলার রাজধানী কলকাতাও। ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে ৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যা বিমানবন্দরও উদ্বোধন করবেন তিনি। এর পর আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সম্পূর্ণ পরিষেবা। ওই দিন থেকে অযোধ্যার সঙ্গে জুড়ে যাবে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, গোয়া। সূত্রের খবর, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭, এয়ারবাস ৩১৯ এবং এয়ারবাস ৩২০ ওঠা-নামার মতো রানওয়ে এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতেই নির্মীয়মাণ বিমানবন্দর ঘুরে দেখেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভিকে সিং। উত্তরপ্রদেশ সরকার আগেই ঘোষণা করেছে, নতুন ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে উঠছে এই বিমানবন্দর।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে পার্কস্ট্রিট সেজেছে আলোয়। উৎসবের মেজাজে শহরবাসী। ছবি: অদিতি সাহা

কলকাতার ধাঁচে অন্যান্য এলাকায় পুর কর আদায়ের পরামর্শ মন্ত্রী ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ধাঁচে এবার কেএমডিএ-র আওতাধীন পুরসভাগুলিকেও বিভিন্ন আবাসনে পুরকর আদায়, মিউটেশনের জন্য শিবির করার নির্দেশ দিল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কারণ, আয় বাড়াতে মাঝেমধ্যেই ৩০টির বেশি ফ্ল্যাট রয়েছে, এমন আবাসনে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করতে দেখা গেছে কলকাতা পুরসভাকে। তাতে সাড়াও মেলে।। অনেকেই এই শিবিরে এসে মিটিয়ে দেন বকেয়া সম্পত্তিকর। আবার, মিউটেশন হয়নি যাঁদের, তাঁরাও শিবিরে তা করিয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে পুর দপ্তরের এক কর্তা জানান, আবাসনে শিবিরের মাধ্যমে গত বছর ৮২ কোটি টাকা আয় করেছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা লাগোয়া অন্য পুরসভাও এই আয়োজন করলে একলপ্তে আয় অনেকটাই বাড়বে-এমনটাই দাবি পুর দপ্তরের আধিকারিকদের।

এদিকে বিধাননগর, দক্ষিণ দমদম, দমদম, উত্তর দমদম, বরাহনগর পুরসভার অনেক বাসিন্দাই দুয়ারে সরকার-এর ধাঁচে আবাসনে সম্পত্তিকর, মিউটেশনের জন্য শিবির করার আবেদন মাঝেমধ্যেই করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র অন কল অনুষ্ঠানে। ঘটনাচক্রে, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমই রাজ্যের পুরমন্ত্রী। সে কারণেই বাসিন্দাদের আবেদন মেনে কলকাতা লাগোয়া পুর এলাকাগুলিতে সম্পত্তিকর, মিউটেশনের জন্য আবাসনে শিবির হোক-এমনটাই চাইছেন পুরমন্ত্রী। আর সেই কারণেই পাশাপাশি, পাড়াতেও এই রকমের শিবির আয়োজন করে আয় বাড়ানোর সুপারিশ করেছে পুর দফতর। এবার এই নির্দেশ দেওয়া হল কলকাতা পুরসভা সংলগ্ন এলাকাতেও। যার মধ্যে মূলত রয়েছে বিধাননগর, দক্ষিণ দমদম, দমদম, উত্তর দমদম, বরাহনগর, কামারহাটি পুরসভা।

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান, বাড়ির দরজাতেই মানুষ যাবতীয় পুর পরিষেবা পাক। সে জন্যই আবাসনে সম্পত্তিকর নেওয়ার জন্য শিবির করার কথা কলকাতা লাগোয়া পুরসভাগুলিকে জানানো হয়েছে। এতে বাসিন্দাদের যেমন সুবিধে হবে, তেমনই সরকারের আয়ও বাড়বে।’

ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নার্সিং-এর কাজে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। নার্সিংহোমের মালিক তথা এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছেন এক তরুণী। নিউটাউন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধর্ষণের ধারার পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল মালিকের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা ও অপরাধমূলক ভয় দেখানোর মামলাও রুজু করা হয়েছে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারী পুলিশকে জানিয়েছেন, নিউটাউনের এক নার্সিংহোমে গত ১২ ডিসেম্বর নার্সিংয়ের কাজে যান তিনি। তরুণীর অভিযোগ, ওই দিনই তাঁকে ওই চিকিৎসক তথা হাসপাতাল মালিক নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠান। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। তরুণীর আরও অভিযোগ, ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই হাসপাতালেই তাঁকে আটকে রাখা হয়। ৬ দিন আটকে ছিলেন তিনি। এমনকী ঘটনার কথা বাইরে বললে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। একদিন তিনি সুযোগ বুঝে নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে আসেন। বাড়ি এসে পরিবারের লোককে সব জানান। তারপরেই নিউটাউন থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা।

কলকাতা প্রেস ক্লাবের গ্রাম-কৃষ্টি উৎসবে মিলছে বঙ্গ সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কলকাতায় কংক্রিট আর অ্যাসফল্টে আটকে গিয়েছে জীবন। এই ব্যস্ত জীবন থেকে একটু মুক্তির স্বাদ খোঁজে সকলেই। মন হারিয়ে যেতে চায় সবুজের মাঝে একটু খোলা আকাশের নীচে। কিন্তু সে সবুজের খোঁজ পেতে হলে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে হবে বেশ কিছুটা দূরে। কিন্তু সমস্যা তো সেখানেই। ছুটি বা সময় মেলা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয় সব সময়। তবে এবার সেই পরিবেশ মিলবে খোদ শহরের কেন্দ্রস্থলেই। ধর্মতলায় কলকাতা প্রেস ক্লাব ময়দানে। যেখানে ২৪ ডিসেমম্বর থেকে শুরু হয়েছে গ্রাম-কৃষ্টি উৎসব। আর এই উৎসবের হাত ধরেই কলকাতা প্রেস ক্লাব ময়দানে হাজির এক টুকরো গ্রাম। এই গ্রাম-কৃষ্টি উৎসবের বেশ কয়েকটা অভিমুখ রয়েছে তা ক্লাব প্রাঙ্গণে পা না রাখলে বোঝা দায়। একদিকে গান বাজনা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন প্রতিদিন আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করছে ঠিক তেমনই এই ‘গ্রাম কৃষ্টি’ উৎসবের হাত ধরে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গন এক মেলার রূপ নিয়েছে। মেলাতে মিলছে গ্রামীণ শিল্পীদের হাতের কাজ। যে সব শিল্পী আমাদের সংস্কৃতির শিকড়কে ধরে রাখলেও কখনওই প্রচারের আলোয় আসার সুযোগ পান না। এই সব হস্তশিল্পীকে প্রচারের আলোয় এনে তাঁদের জীবনে নতুন এক গতি আনতে চাইছেন প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তারা।

কারণ, কলকাতার বাজার তাঁদের সামনে খুলে গেলে এই সব প্রান্তিক শিল্পীদের লাভ তো বটেই, একইসঙ্গে লাভ কলকাতাবাসীরও। কারণ, কলকাতায় যাঁদের জীবন কর্মসূত্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তাঁদের পক্ষে সবসময় জানা সম্ভব নয় এই সব প্রান্তিক শিল্পীদের শিল্পকর্ম সম্পর্কেও। সেই কারণেই সোনাঝুরি গাছের কাঠ মেহগনির থেকেও বেশি দামি। অর্থাৎ, এই মেলার মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে পরিচয় করানো সম্ভব গ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিভিন্ন শিল্প কর্মের সঙ্গেও।

এই গ্রাম কৃষ্টি উৎসব উপলক্ষ্যে যে মেলা বসেছে সেখানে রয়েছে নানা ধরনের খাদ্যের সমাহারও। যা পয়সা খরচ করলেও কলকাতার কোনও বড় দোকান বা মলে মেলা ভার। রয়েছে খাঁটি মধু, জয়নগরের মোয়া থেকে পাঁপড়ের মতো আরও কত কিছু! এমনকী নানা ধরনের চালেরও সন্ধান মিলছে এবারের এই গ্রাম কৃষ্টি উৎসবে। খাদ্যের পাশাপাশি মিলবে নানা ধরনের শিল্পকর্মও। সঙ্গে মিলছে মহিলাদের জন্য নানা ধরনের কপারের ওপর গোল্ড প্লেটেড গয়নাও।

যাঁরা স্টল দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে ছোট্ট একটা আলাপচারিতা করতেই সামনে এল কিছু তথ্য। তাঁদের বক্তব্য, কলকাতা আর তার উপকণ্ঠে এই বড়দিন উপলক্ষ্যে নানা ধরনের মেলা বসছে। আর এই সব মেলায় জায়গা পাওয়া বেশ কঠিন। সেদিক থেকে তাঁরা কৃতজ্ঞ প্রেস ক্লাবের কাছে। তবে বিক্রি-পাট্টা নিয়ে কোথাও একটা চিন্তার আভাস মিলল তাঁদের গলায়। অনেকেরই ধারনা, প্রেস ক্লাবের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। ফলে এই গ্রাম-কৃষ্টি মেলা একটা সাধারণ মেলার মতো নয়। প্রেস ক্লাবের চত্বরে পা রাখতে ভয় পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। সমস্যাটা সেখানেই।

এদিকে এই মেলাকে উৎসবের রূপ দিচ্ছে প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই গ্রাম-কৃষ্টি উৎসবের মঞ্চে থাকছে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে অংশ নিচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামের লোকশিল্পীরাই।

কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে নেওয়া এই উদ্যোগ সম্পর্কে ক্লাব সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক জানান, ‘ ক্লাবের সদস্য ও তাঁদের পরিবারকে গ্রাম কৃষ্টি মেলা ক্লাবের উপহার। প্রত্যন্ত গ্রামের হস্তশিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যে জমজমাট হয়ে ওঠে এই মেলা। এবছর এই মেলা সাত বছরে পড়ল। এই দীর্ঘ সময়ে ক্লাব সদস্যদের পরিবার ও তাঁদের পরিচিত সহ বহু পথ চলতি মানুষের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই উৎসব। এই গ্রাম-কৃষ্টি উৎসবের মাধ্যমে বঙ্গ সংস্কৃতির আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এটাই লক্ষ্য।’ ক্লাব সভাপতি স্নেহাশিস সুর জানান, ‘অনেক মেলার মধ্যে প্রেস ক্লাবের এই মেলা বাংলার সাংবাদিকদের কাছে একটা অন্য স্থান করে নিয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির পীঠস্থান গ্রাম।আর সেই গ্রামের নানান সংস্কৃতি, উৎপাদিত পণ্য সহ এই কটা দিন রাজ্যের গ্রাম বাংলার সামগ্রিক সংস্কৃতিই যেন হাজির হয় ক্লাব প্রাঙ্গণে।’ মেলার অন্যতম আয়োজক প্রসূন ভৌমিক জানান, ‘গ্রাম বাংলার অর্থনীতি অনেকটাই জড়িয়ে এই সব মেলার উপর। রাজ্যের উন্নয়নে ও শিল্পী, উদ্যোগীদের উন্নয়নে এই ধরনের ছোট মেলা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।’ ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির শিকড়কে খুঁজতে গ্রাম্য আর শহুরে সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার কলকাতা প্রেস ক্লাবের গ্রাম-কৃষ্টি উৎসবে।

বড়দিনে উপচে পড়া ভিড় চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, ইকো পার্কে, সান্টার টুপি পরে মেজাজে খুদেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিন। মানেই হুল্লোড়, ছুটি, চড়ুইভাতি, নয়তো বড়দের হাত ধরে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া কিম্বা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে যাওয়া।

চেনা সেই ছবিটা কিঞ্চিত বদলেছে বটে, তবে বড়দিনের উন্মাদনা আছে আগের মতোই। আগে বড়দিন মানে ছিল ফ্রুট কেক, কমলালেবু, ডিম সেদ্ধ, মোয়ার লাঞ্চ। সঙ্গে থাকত লুচি-আলুরদমও। ইদানীং অবশ্য মেনু বদলেছে। লোকে এখন রেস্তোরাঁমুখী। আগে না থাকলেও, ইদানীং সান্তা টুপি পরা সাজের চল বেড়েছে। এদিক-সেদিক তৈরি হয়েছে সেলফি জোন। কোথাও সাজানো হয়েছে ক্রিসমাস ট্রি। কোথাও আবার সান্টা, লাইট। বড়দিনে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাছ ছাপিয়ে সেই ভিড় ধীরে ধীরে নেমে এল রাস্তায়। কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে লম্বা লাইনে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জো! বড়দিনে শহর কলকাতার ছবিটা ছিল খানিকটা এ রকমই। সোমবার সকাল থেকেই পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভিড়ের দৌড়ে পিছিয়ে নেই ভিক্টোরিয়া- চিড়িয়াখানা-ইকোপার্কও।

বড়দিন মানেই উৎসব মুখর কলকাতাবাসী। প্রতিবারের মতো এবছরও তিলোত্তমার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ছিল উপচে পড়া ভিড়। আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, ইকো পার্ক সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। কচিকাঁচা থেকে বড়, সকলেই শীতের আমেজে

হালকা রোদ্দুর গায়ে মেখে সেলিব্রেশনে মেতেছেন। বড়দিনে ঠান্ডা গায়েব হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস।

এদিন সকাল থেকেই আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে ছিল লম্বা লাইন। নির্দিষ্ট সময় চিড়িয়াখানা খুলেছে। তবে তার বহু আগে থেকেই মানুষের টিকিট কাটার লাইন দেখা গিয়েছে। যা সামলানোর জন্য ছিল নিরাপত্তার কড়া বন্দোবস্ত। রবিবার ২৪ ডিসেম্বর চিড়িয়াখানায় ৭০ হাজারের বেশি দর্শক গিয়েছিলেন। বছরের শেষ দিন ও নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এইরকম ভিড় থাকবে বলে মনে করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। গত কয়েক বছরে কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে আরও একটি ভ্রমণের স্থান হয়ে উঠেছে ইকো পার্ক। বিশাল জায়গা জুড়ে এই দর্শনীয় স্থানটিতে পাখিবিতান, বাটারফ্লাই গার্ডেন, স্কাল্পচার গার্ডেন, রেন ফরেস্ট, বিভিন্ন ফলমূলের বাগান, ফ্লোটিং মিউজিক ফাউন্টেন, গ্লাস হাউসের পাশাপাশি সপ্তম আশ্চর্যকে চেটেপুটে উপভোগ করেন দর্শকরা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সাধারণ দর্শকদের জন্য ইকো পার্ক সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সোমবার সাধারণত ইকো পার্ক বন্ধ থাকে। তবে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন ইকো পার্ক খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সকাল থেকে জমজমাট ছিল নিক্কো পার্কও। রকমারি জয় রাইডের মজা উপভোগ করতে কলকাতার পাশাপাশি দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ভিড় করেন। অনেকেই আবার এবছর ভিড় এড়াতে ঢুঁ মেরেছেন নিউটাউনের হরিণালয় অর্থাৎ মিনি চিড়িয়াখানায়। ইকোপার্ক লাগোয়া এই চিড়িয়াখানায় জেব্রা, জিরাফ, বিদেশি বানর, বিদেশি পাখি মন ছুঁয়ে নিচ্ছে দর্শকদের। বড়দিনে দর্শকদের আকর্ষণ ছিল সায়েন্স সিটিতেও। সকাল থেকে সেখানেও ভিড় চোখ পড়ে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক স্ট্রিট উৎসবমুখী জনতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে শুরু করে। ক্রমশ ভিড় বাড়তে থাকে সেখানকার একাধিক রেস্তরাঁয়। সন্ধ্যার দিকে আলোর রোশনাইয়ে উৎসব প্রাঙ্গণের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। সন্ধ্যার পর থেকে ভিড়ের নিরিখে পিছিয়ে ছিল না বো বারাকও।

সম্পাদকীয়

জাতীয় শিক্ষানীতির ভয়ঙ্কর দিক হল, নতুন নিয়োগ নয়

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতিতে শিশুকে তিন থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত 'ফাউন্ডেশনাল স্টেজ'-এ পড়াতে বলেছে। ক্লাস ওয়ানের আগে শিশুকে তিন বছর অঙ্গনওয়াড়িতে পড়াতে হবে, এবং তার সঙ্গে এখনকার ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টু মিলিয়ে মোট পাঁচ বছর হল ফাউন্ডেশনাল স্টেজ। এই অঙ্গনওয়াড়ির পরিকাঠামো কী রকম, আমরা জানি। উপযুক্ত বিল্ডিং, শিক্ষক নেই, জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার নেই। তার উপর যদি প্রাইমারির শিশুরা অঙ্গনওয়াড়িতে ভিড় করে, সেই পরিবেশ কেমন হবে? ঘরের বাইরে কর্মরত শ্রমিক পরিবারের তিন বছরের শিশুকে কে স্কুলে নিয়ে যাবে? অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে প্রাক্-প্রাথমিক পাঠদানের জন্য যত শিক্ষকের পদ প্রয়োজন, তা পূরণ হবে কি না, এবং সেই শিক্ষকদের খরচ কে বহন করবে, অঙ্গনওয়াড়ির জন্য নতুন করে বিল্ডিং তৈরি হবে কি না, এর কোনও কিছুই শিক্ষানীতিতে বলা নেই। অথচ, এটাই হল একটা শিশুর ভিত গড়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়। আশির দশকে এ ভাবেই প্রথমে পরিকাঠামো গড়ে না তুলে প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হল। দুটো বা একটি রুমে চারটে ক্লাস, দু'-এক জন শিক্ষক, অথচ বিদেশের অনুকরণে মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু হল। না পড়েই পঞ্চম শ্রেণিতে উঠে ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের দায়িত্ব পড়ে গেল ক্লাস ফাইভের ছাত্রদের নাম লিখতে, সাধারণ যোগ বিয়োগ করতে, সাধারণ বাক্য তৈরি করতে শেখানো। একুশ শতকের প্রথমে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় প্রথম সারি থেকে চলে এল শেষের দিকে। অভিভাবকরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকলেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং অন্যান্য বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠতে লাগল। এখন তো ক্লাস এইট অবধি পাশ-ফেল উঠে গিয়েছে। কেরল, রাজস্থান, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্য এই জাতীয় শিক্ষানীতিকে সরাসরি মেনে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো কিছু রাজ্য বিরোধিতার ভান করেও জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক সুকৌশলে চালু করছে। কিছু দিন আগে আমাদের রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল, সেটা কেন্দ্র বা রাজ্য শিক্ষানীতির সংঘাত নয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খবরদারি কে করতে পারবে, এই নিয়েই ছিল তাদের সংঘাত। এই সংঘাতের সঙ্গে ছাত্রস্বার্থের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করেছিল। মনমোহন সিংহের উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণের নীতি যে ধনীর স্বার্থই রক্ষা করছে, বর্তমানে জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মোদী সরকারের শিক্ষানীতি (২০২০) রাজীব গান্ধীর শিক্ষানীতিরই (১৯৮৬) কিছু পরিবর্তিত রূপ। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির আদলে এই রাজ্যেও চালু হচ্ছে অনলাইন শিক্ষা, নো ডিটেনশন পলিসি, অস্থায়ী শিক্ষকের আধিক্য, প্রশাসনিক কর্তাদের দ্বারা শিক্ষা পরিচালনা, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স, স্কুল স্তরেই সিমেস্টার প্রথা, প্রাক্-প্রাথমিককে প্রাথমিকে যুক্ত করা, ত্রিভাষা নীতি ইত্যাদি। জাতীয় শিক্ষানীতির পরোক্ষ ভয়ঙ্কর দিক হল, নতুন নিয়োগ নয়, নিয়োগ হলেও অতিথি শিক্ষক-আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়ে স্কুল-কলেজ চালানো। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেও অনেকটা এই নিয়মেই চলছে।

শাশ্বত কথা

জীব এবং ঈশ্বর

অপরে কি বলিবে তাহা না ভাবিয়া সমস্ত কর্তব্য কর্ম করিবে-নিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। হাতে কাজ করিবে, মুখে রাম রাম নাম করিবে, মনে মনে ধ্যান করিবে। সদগুরু ভিতর হইতে প্রেরণা দিয়া থাকেন। দুঃখ দিয়েই দুঃখ কাটিয়া যায়। অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারেই দুঃখভোগ ও সুখভোগ আসে। সেই সকল ভোগের মধ্য দিয়াই দিয়াই কর্ম্মক্ষয় হয় এবং দুঃখ কাটিতে থাকে। যোগীগণের সর্ব্বদা বিচার পূর্বক চলা উচিত। যদি যোগী নিজেকে মায়া হইতে মুক্ত রাখিতে না পারে তো তাঁহার যোগ কিরূপে রক্ষিত হইবে? সদগুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে, কারণ সদগুরু লাভ করিলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয় এবং অজ্ঞানান্ধকার নাশ প্রাপ্ত হয়।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

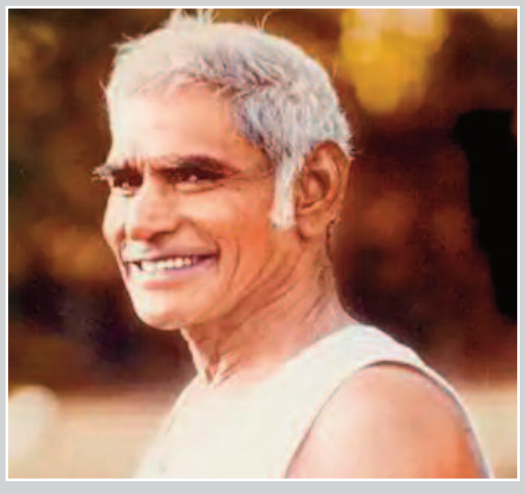

বাবা আমতে

১৯১৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা আমতের জন্মদিন।*
১৯২১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ নুরুল হাসানের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *ভারতের প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহার জন্মদিন।*

ফিরে দেখা ২০২৩

ভারতের রাজনীতি

অশোক সেনগুপ্ত

২০২৩ সাল বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরও শেষ হতে চলল প্রায়। ২০২৪ সালে পা রাখার আর মাত্র কিছু সময় বাকি। বিগত বছরের স্মৃতি মনে তাজা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ বছরটি ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দেশ ও দশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছাপ রেখেছে ভারত। দেখে নিন ২০২৩ সালের সবচেয়ে বড় ও নজরে রাখার মতো রাজনীতি ও রাজনীতি-কেন্দ্রিক কিছু খবর।

জানুয়ারি

৯-১১: জি-২০ ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্সির প্রথম বৈঠক ইকো পার্কের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। সেই উপলক্ষ্যে সেজে ওঠে কলকাতা। উপস্থিত হন দেশ বিদেশের বেশ কিছু অতিথি।

ব্রিজভূষণ শরন সিং।

১৮: মহিলা কুস্তিগীরদের অশালীন আচরণের অভিযোগে জাতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি তথা ৫ বারের বিজেপি এবং এক বারের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ব্রিজভূষণ শরন সিংয়ের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে দেশের নামী কুস্তিগিরদের বিক্ষোভ অবস্থান। সেই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে ব্রিজভূষণের থেকে উত্তর চাইল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক।

অলিম্পিক্সজয়ী কুস্তিগিরেরা রাস্তায় বসে প্রতিবাদ জানান।

১৯: যন্তর মন্তরে প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের বোঝাতে কেন্দ্রের দূত হয়ে দেখা করলেন ববিতা ফোগাট। যদিও সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাট সেখানে গেলে তাঁর সঙ্গে প্রতিবাদী কুস্তিগিররা কথা বলতে চাননি।

২০: গভীর রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানান, তিনি ৭ ঘণ্টা ধরে কুস্তিগিরদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এক মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অনুরাগের আশ্বাস পাওয়ার পরেই নিজেদের বিক্ষোভ আপাতত তুলে নেন কুস্তিগিররা। নয়াদিল্লিতে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বৈঠক করে ভারতীয় অলিম্পিক্স কমিটি। পিটি উষার নেতৃত্বাধীন কমিটি বৈঠকের পরে একটি সাত সদস্যের কমিটি তৈরি হয়। সেই কমিটিতে জায়গা পান বক্সিংয়ে ছ'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কম, বাংলার প্রাক্তন অলিম্পিয়ান দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকানন্দা অশোক, যোগেশ্বর দত্ত, সহদেব যাদব প্রমুখ।

৩০: কাশ্মীরে শেষ হল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। ১৩০ দিন ধরে দেশের ১২টা রাজ্য ও দুই কেন্দ্র শাসিক অঞ্চলে ঘোরেন রাহুল। কাশ্মীর পর্যন্ত হেঁটে পার করেন প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার পথ।

শেষ হল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো যাত্রা'।

ফেব্রুয়ারি

মণীশ সিসোদিয়া।

২৬: দিল্লির আবগারী দুর্নীতি মামলায় আর্থিক তছরুপ ও দুর্নীতির দায়ে দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন।

মার্চ

৩: ত্রিপুরা ও নাগাল্যাণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয়। মেঘালয়ে ত্রিশঙ্কু।

২২: মোদী পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে মানহানির মামলায় সুরাট আদালতের নির্দেশে দোষী সাব্যস্ত হন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর দু'বছর সাজার নির্দেশ হয়।

২৪: তারই ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ১০২ (১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-এর ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করা হয়। লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল উৎপল কুমার সিং এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করেন।

জরিমানার মুখোমুখি হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

৩১: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানার মুখোমুখি হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গুজরাটের একটি আদালত তাঁকে এই জরিমানা করেন।

মে

১: মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আদালতের শাস্তির নির্দেশের পরদিনই আবার একই প্রশ্ন তুললেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষিত হতে হবে, কারণ তাকে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তথ্য দিতে প্রস্তুত না হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় তার ঔদ্ধত্যের কারণে, অথবা তার ডিগ্রি ভুয়া।

নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

২৮: নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভার ৮৮৮ সদস্য এবং রাজ্যসভার ৩০০ সদস্য বসার উপযোগী এই ভবন তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৯৭১ কোটি টাকা।

জুন

৪: পাল্টা শক্তি প্রদর্শনে পথে নামার কথা ঘোষণা করেন অভিযুক্ত কুস্তি কর্তা ব্রিজভূষণ। ৫ জুন অযোধ্যায় পদযাত্রা করার কথা বলেছিলেন তিনি। জেলা প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ায় নিজের লোকসভা কেন্দ্র কর্নেলগঞ্জে ১১ জুন পদযাত্রা করার কথা তিনি বলেন।

২৫: অলিম্পিক্সজয়ী কুস্তিগিরেরা রাস্তা বসে প্রতিবাদ জানান ব্রিজভূষণ সিংহের বিরুদ্ধে। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রধানের বিরুদ্ধে যৌননিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বিনীত ফোগটের মতো কুস্তিগিরেরা। কিন্তু আর রাস্তায় বসবেন না। এ কথা জানিয়ে তাঁরা বলেন, এ বার থেকে কোর্টেই লড়বেন বজরংরা।

জুলাই

১১: পঞ্চায়েতে প্রাক্ নির্বাচন থেকে নির্বাচনের সময়, এমনকী ভোটগণনার দিনও বাংলায় জুড়ে চলে ব্যাপক হিংসা-রক্তলীলা। রাজ্যের ৬৯৬টি বুথে পুনর্নির্বাচন হয়। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৪৫ জন প্রাণ হারায়। ১১ জুলাই সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় গণনা। অশান্তির হাত থেকে রেহাই মেলেনি সেদিনও।

তৈরি হল Indian National Developmental Inclusive Alliance, সংক্ষেপে ইণ্ডিয়া

১৮: তৈরি হল Indian National Developmental Inclusive Alliance, সংক্ষেপে ইণ্ডিয়া, ভারতের ২৬টি দলবিশিষ্ট এনডিএ-বিরোধী একস্রাজনৈতিক জোট।

আগস্ট

৭: শাস্তি প্রত্যাহৃত হওয়ায় সংসদে ফিরলেন রাহুল গান্ধী।

সেপ্টেম্বর

লোকসভায় পেশ করা হয় নারী সংরক্ষণ বিল।

১৯: মহিলাদের জন্য সরাসরি লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন বরাদ্দ করতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় পেশ করা হয় নারী সংরক্ষণ বিল, ২০২৩ (নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম)।

২০: লোকসভায় ৪৫৪-২ ভোটে গৃহিত হয় এই বিল।

২১: রাজ্যসভায় বিনা বাধায় গৃহিত হয় এটি।

অক্টোবর

১৭: বিচারপতি এসভিএন ভাট্টি ও বিচারপতি সঞ্জীব খান্না মণীশ সিসোদিয়ার মামলার রায়দান রিজার্ভে রাখেন।

৩০: সুপ্রিম কোর্টে জামিনের প্রশ্নে আরও একবার ধাক্কা খেলেন মণীশ সিসোদিয়া। শীর্ষ আদালত উল্লেখ করে যে ৩৩৮ কোটি টাকার মানি ট্রেল সংক্রান্ত দিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ডিসেম্বর

৪: ভারতে তিন রাজ্যের ভোটে বিপুল জয় বিজেপির, কংগ্রেসের জয় এক রাজ্যে।

■ মধ্যপ্রদেশে ১৬৩টি আসন পেয়ে জয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস পায় ৬৬টি আসন।

■ রাজস্থানে ১১৫টি আসন পেয়ে জয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস পায় ৬৯টি আসন। ছত্তিশগঢ়ে ৫৪টি আসন পেয়ে জয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস পায় ৩৫টি আসন।

■ তেলেঙ্গানায় ৬৪ আসন পেয়ে জয়ী হয় কংগ্রেস। বিজেপি পায় ৮ টি আসন।

১২: সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিবেদিত প্রাণ আরএসএস ভজনলাল শর্মাকে বেছে নেয় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তেমনই মধ্যপ্রদেশের চারবারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে পঞ্চমবারের জন্য সুযোগ না দিয়ে মোহন যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি নেতৃত্ব।

খাড়গের নাম প্রস্তাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯: নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলনেত্রীর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়াল যদিও এই প্রস্তাবে রাজি হননি মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজে।

খ্রিস্টমাস থেকে বছরের শেষ দিন, আমাদের শীতকালীন অধিবেশন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

চলছে খ্রীষ্ট মাস। প্রভু যীশু মনুষ্যের সব অনুভূতি নিয়ে আমরা দেখেছি কিভাবে সব চাহিদা মেটাতে তৎপর হয়েছে। সান্তাক্লজ রুপে হাজির হয় আর কিভাবেই বা ইচ্ছেগুলি পুরণ করে। আসছে একটি রাতের এক স্পেশাল আবেগ। মানে বলছি বছরের শেষ দিনর কথা। এই দিনে মানুষ নানারকম ভাবে এনজয় করে। যদি পাড়া ক্লাবের কথা বলি তবে তো অনেক কথা বলতে হয়। প্রতিটি ক্লাবের অনেদিন ধরে ওই দিনটিতে একটি আবেগ কাজ করে। যে ক্লাবে মেম্বার যত বেশি সেই ক্লাবের একেবারে রমরমা। কম টাকা দিয়ে বেশ ভালো ফিস্ট করা যায়। ফিস্ট এর আয়োজন দেখার লোক আছে। যেমন আছে টাকা তোলার লোক ও তার হিসেব দেখার লোক। সেক্রেটারি সব বিষয়ে থাকতে পারে। কারণ সেই হলেন মেন মাস্টার। মোটামুটি বুঝদার লোক তাকে হতে হবে। সব দিকে তার নজর থাকতে হবে। কাকে কি কাজ দিতে হবে সেই ঠিক করে। আসলে সে জানে কে কি করতে পারে। আর ক্লাবে সেক্রেটারির একটা গ্রহণযোগ্যতা তো থাকেই। ফলে তার নির্দেশে ঠিক হয় রাতে কি খাবার, কি মেনু হবে। অন্যদেরও ইনপুট থাকে। তবে মোটামুটি মুরগীর মাংস কমন। রান্না করতে যে ভালো পারে সে আর জোগাড়ের লোক যে কর্মঠ। মাইক, বক্স চেনাজানা থাকলে একটু কম পয়সায় হয়। আর কমন-- মদ। যে খায় না তার কাজ চ্যাটে হেল্প। সন্ধ্যে থেকে রান্না শুরু। রাত বাড়লে ঝিনচ্যাক শুরু। আর একটু পেটে পড়লে বাওয়ালী। সামলানোর দায়িত্ব সেক্রেটারির। বাজি - পটকা এসে গেছে। ঠিক বারোটা বাজার অপেক্ষা। এরপর আছে রাস্তায় হ্যাপি নিউ ইয়ার লেখার বিশাল কাজ।

ঠিক বড়লোক না হলেও চলে। এই খ্রীষ্ট মাস সকলের। বিশ্বাস না হয় তো চলুন পার্কস্ট্রিটে। কি কান্ড চলে সেখানে। ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই খ্রীষ্ট হয়ে গেছি। এটা ভালো কথা যে একটা উৎসব নিয়ে এত মাতামাতি আমদের এত খুশিতে রাখে। কেন?আপনার তো ভালোভাবেই জানার কথা। আপনার বাড়ির ছেলেটা তো সেন্ট গোচের কি যেন স্কুলে পড়ে না! আপনি তো সেখানে যান। আপনার ছেলে তো পারফর্ম করে। আপনাকেও তো লাল টুপি পড়তে হয়। চলে জিংগলবেল গান। তবে? মানে আপনি কখন খ্রিস্টান হয়ে গেছেন আপনি নিজেও জানেন না। আর যারা একটু সোমরস ভক্ত মানুষ তাদের তো কোনো কথা হবে না। আমার তো মনে হয় যে কোনো উৎসব এই ভক্তদের একটু বিশেষ ধরণের। কারন আমরা জানি ধর্ম যে যার উৎসব সবার। তাই আমরা উৎসবে মাতি। সব কিছু ভুলে। না কোনো ভেদাভেদ থাকে না। আর সোমরস ভক্ত মানুষের একটা ছুতো হলেই হলো। তবে কি জানেন পার্কস্ট্রিট এর ব্রিজের উপর কেনো কলকাতা পুলিশকে পাহারা দিতে হয়! কারন মাতালের দল এই ব্রিজের উপর ৩১ ডিসেম্বর বেশি অ্যাকসিডেন্ট করে। মদের বোতল ছুঁড়ে ব্রিজের উপর দিয়ে ফেলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এই দিনে অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে এই ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপ দেয়। আর ঠিক সে কারণে ওখানে নিরাপত্তার বিশেষ আয়োজন করা হয়। এখন তো আবার পুরো ব্রিজ এ চেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কারণ কোনকিছু উপর থেকে ছুঁড়ে ফেললে যাতে ওই চেন লাইটে আটকে যায়। তবে কি উৎসব তার নিজের মেজাজকে ধরতে পারলো! প্রশ্নটা তো রয়েই গেলো!

বছরের শেষ দিনটি কোনো বার কোনো হোটেল কোনো পাব আপনি খালি পাবেন না। সব বুকড। বলতে পারেন কেন? কারণ আমাদের একটা ছুতো চাই। মেতে উঠা আরকি। ছোটরা না বুঝেই মাতে। আর বড়রা বুঝেই। যত বড় তত বাহানা। আর তা কতটা মারাত্মক হয় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। পার্কস্ট্রিট এ হোটেল এর আখড়া। আর এই আখড়াই মজে সব জাতি। আর দিনকে দিন তা বেড়েই চলে। যত রাত তত উন্মাদনা। এখন বাঙালি আর বাঙালি থাকে না। মনে করি সব ধর্মে একই রকম ভাবে এই উৎসবকে পালন করে। আবার বছরের শেষ দিন বলে কথা। সব অভিমান রাগ হিংসা হানাহানি ভুলে থাকতে এই আয়োজন ইনটারেস্টিং। ভালো কথা। ভালো সাইন। কিন্তু নিজ ধর্মের প্রতি কি আমরা এতো আত্মত্যাগী। আমাদের আবেগ কি এতো ইমেজে সাড়া দেয়। বোধহয় দেয় না। দিলে আমাদের নিজ কালচার আরো ভালো হতো। ইয়েস, আমি বাঙালি জাতির কালচারের কথায় বলছি। নিউ ইয়ার এ যতটা আমরা যতটা মাতি উল্লাসে, ততটা কি পয়লা বৈশাখে মাতি? আসলে যা কিছুতে বিদেশের গন্ধ তার প্রতি আমাদের টান যেনো কমে না। থামেও না।

প্রথমবার পার্কস্ট্রিটে গিয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এত আলো এতো জমকালো শহর আমার তা তো জানতাম না! রাতের শহর আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ভিড় এ ভিড়। ইয়েস,এ শহর আমার। আমার মনের কথাটা বলে, আমার হৃদয়ের কথা বলে,আমার মনের ভালোবাসার কথা বলে। সবাই হাঁটছে। কোথায় যাচ্ছে জানি না। আমার সঙ্গে একজন সিনিয়র দাদা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি -এরা কোথায় যাচ্ছে? উত্তরে জানতে পারি--আসলে রাতের শহর উপলব্ধি করছে। সব মিলিয়ে একটা উৎসবের মধ্যে দিয়ে সব ভুলতে চাইছে। সব পাপের কথা, সব হিংসার কথা,সব অন্যায় এর কথা সারারাত হেঁটে মেটাতে চাইছে। মদ খেয়ে, ফুর্তি করে কেউ এই দিনটাকে মনে রাখতে চাইছে। মানে নিজের মত করে কাটাতে চাইছে সবাই। এখন এটা কে কিভাবে পালন করবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। আর পুলিশের হয়েছে মহা মুস্কিল। সেই বড়দিনের আগে থেকে শুরু হয়েছে। মানুষের ঢল যেনো থামছেই না। ঠিকানা বলতে বলতে দফাসারা। আবার কেও বলছে --সত্যি তো! ভাবুন একবার। পার্কস্ট্রিটেই জিজ্ঞাসা করছে পার্কস্ট্রিট কোথায়? 'এটাই'-- বললে বলছে 'সত্যি' তো!

একটা সময় ছিল যখন চ্যানেলে চ্যানেলে প্রচারিত হতো নানারকম প্রোগ্রাম। রীতিমত একটা টিভিতে লড়াই লেগে যেত কে কোন প্রোগ্রাম দেখবে। না, এখন আর হয় না। কারণ এখন এমন প্রোগ্রাম হামেশাই লেগে আছে। তাই সে উৎসাহ কমে গেছে। তবে এখনো এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে বড়দিনে বাড়িতেই কেক বানানো হয়। সে কি তোরজোর। দেখা যায় বাড়ির কোনো ছোট সদস্যকেই বালি আনতে ছুটতে হয়। সে কি আনন্দ। এই কেকটা খুব ফুলেছে। বাড়ির ছোট সদস্যকের খুশি তখন দেখে কে! সে হয়তো বা বলেই বসে --সে এটা খাবে। এই মুহূর্তে এ সব কমে যাচ্ছে। অনলাইনে এখন অডার দিলেই হলো। অত খাটবে কে। কার অত সময় আছে। তাই জৌলুস বাড়লেও হারাচ্ছে ঘরোয়া ইমেজ। তাই সব কিছুতেই দায়সারা ভাব ঢুকে পড়েছে।

এ ভাবেই কাটে খ্রিস্ট মাস থেকে বছরের শেষ দিন। আমাদের খুব ভালো সময়। আমরা এই সময় ডিজিটাল দুনিয়া থেকে অনেকটা দূরে থাকতে পারি। আমাদের মন ভালো থাকে। আমরা এই সময়ে অনেকে বেড়াতে যাই। মানে এক কথায় আমাদের শীতকালীন অধিবেশন। সৌজন্য অনেকটাই বাঙালি দুনিয়া। মাতি ও মাতায়। কি মানবেন তো?

নির্মমতার সাক্ষী এবার কয়লা অঞ্চল, ছ'টি সারমেয়কে কুয়োতে ফেলে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: নির্মমতার সাক্ষী এবার কয়লা অঞ্চল, ছয়টি সারমেয়কে কুয়োর জলে ফেলে হত্যা করল এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের কাজোরা গ্রামের ছাতিমতলা মনসা মন্দিরের কাছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীকান্ত ধীবর ও মামণি ধীবররা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে যেই যুক্ত থাকুক তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ প্রশাসন। মামণি দেবী বলেন, তার ছেলে এবং আরো দু'জন গতকাল অর্থাৎ রবিবার রাত্রি ১২টা নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় একটি কুয়োর কাছে এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়। অন্ধকারে তারা প্রথমে ভূত ভেবে ভয় পেলেও একটু সাহসিকতার সঙ্গে কাছে যেতেই ব্যক্তিটি চম্পট দেয়। তারা লক্ষ্য করে কুয়োর মধ্যে প্রায় আটটি কুকুরকে ফেলে দিয়েছে ওই ব্যক্তিটি। তড়িঘড়ি দড়ি নিয়ে এসে কুকুরগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কুকুরের মধ্যে ছয়টি ছিল বাচ্চা এবং দুটি বড়। ছয়টি বাচ্চা কুকুর ততক্ষণে জলের তলায় তলিয়ে যায়। এরপর পাড়ার আরো লোকজন জড়ো হলে এক ব্যক্তি কুয়োতে নেমে উদ্ধার করে কুকুরগুলিকে। দুটি বড় কুকুরকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা গেলেও ছয়টি বাচ্চা কুকুরকে বাঁচানো যায়নি। তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয় কুয়ো থেকে। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা মামণি ধীবর আতঙ্কিত হয়ে জানান, শীঘ্রই ওই ব্যক্তিকে ধরে উপযুক্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। নতুবা এই এলাকায় বহু বাচ্চা ছেলে মেয়ে খেলাধুলা করে। ওই ব্যক্তি যে কোনও সময় কোনও বাচ্চাকে কুয়োতে ফেলে মেরেও দিতে পারে বলে আশঙ্কা করেন তিনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সদস্যরা। এই ঘটনায় নির্মমভাবে সারমেয়দের হত্যাকারীর সন্ধানে তল্লাশি শুরু পুলিশের।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সম্পাদক সুবীর মণ্ডল জানান, এই ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত হোক আর এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি রাখেন তারা।

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে অবশেষে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম শংকর ঘোষ। ধৃতকে সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে ধৃত ব্যক্তিকে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ বর্ধমানের বাবুরবাগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্ধমানের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অফিসার্স কলোনির বাসিন্দা শুভাশিস মহন্তকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ। শুভাশিসের মা ছেলেকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ তুলে বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে রবিবার সন্ধ্যায় বর্ধমানের বাবুরবাগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে সোমবার জেলা আদালতে পেশ করে।

জানা গিয়েছে, শুভাশিসের মা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তার ছেলে শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে শংকর ঘোষ শুভাশিসের ওপর আচমকা হামলা করে। লোহার রড দিয়ে তার ছেলের মাথায় মারা হয়। কানের ভিতরে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই সে পরিচিত ছিল। শংকর ঘোষের সঙ্গে নাকি তার ছেলের পুরনো শত্রুতা ছিল। পুরনো শত্রুতার জেরেই তার ছেলেকে পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে তার অনুমান।

বড়দিন উপলক্ষ্যে শিশুদের সঙ্গে মিশে গেলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মিমিক্রি বিতর্কে এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চার শীর্ষে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদ চত্বরে তাঁর অঙ্গভঙ্গি নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে তখন সাংসদের দাবি তিনি কিছু ভুল করেননি। বিতর্কের মাঝেও নতুন করে আক্রমণাত্মক হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু বড়দিনে সে সব থেকে দূরে একেবারে ভিন্ন মেজাজে দেখা গেল শ্রীরামপুরের সাংসদকে। সব বিতর্ক থেকে কার্যত দূরে গিয়ে নাচতে দেখা গেল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার বড়দিন উপলক্ষ্যে শিশুদের সঙ্গে মিশে গেলেন তিনি। জিঙ্গল বেল-এর সঙ্গে তাল মেলালেন তিনি। সোমবার শ্রীরামপুর চার্চের সামনে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই দেখা গিয়েছে, কচিকাঁচাদের সঙ্গে হাতে হাতে কেক, লজেন্স দিচ্ছেন তিনি। পাশে তখন বাজছে জিঙ্গল বেল। শিশুদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নেচে নেন কল্যাণ। বাংলার মাটি, বাংলার জন- গানটিও গাইতে শোনা যায় তাঁকে। সম্প্রতি সংসদ চত্বরে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের মিমিক্রি করার অভিযোগ ওঠে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি একটি সভায় সাংসদ দাবি করেন যে তিনি কিছু ভুল করেননি। মিমিক্রিকে সাংবিধানিক অধিকার বলেও এ দিন দাবি করেছেন কল্যাণ। এরপরই তাঁর চ্যালেঞ্জ, একবার করেছি। দরকারে হাজার বার করব। আমাকে জেলে দিতে পারেন। খুন করতে পারেন। কিন্তু লড়াই থামবে না।

বড়দিনে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে নজিরবিহীন ভিড়

বাড়তি পাওনা পাহাড়ে ওঠার অ্যাডভেঞ্চার

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বড়দিন উপলক্ষ্যে পর্যটকের নজিরবিহীন ভিড় জমল রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়া পাহাড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ শুশুনিয়া পাহাড়ে ছুটে আসেন প্রকৃতির মাঝে একটি দিন কাটানোর উদ্দেশ্যে। শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে পাহাড়ের কোলে দিনভর চলল হুল্লোড়, আড্ডা, দেদার খাওয়া দাওয়া, পিকনিক। বাড়তি পাওনা পাহাড়ে ওঠার অ্যাডভেঞ্চার।

সবুজে ঢাকা শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রকৃতি, সুপ্রাচীন ইতিহাসের যোগ আর স্থানীয় হস্তশিল্পের সম্ভার যুগে যুগে পর্যটকদের টেনে এনেছে এই পাহাড়ে। সারাবছর একপ্রকার একান্তে পড়ে থাকা এই সুউচ্চ পাহাড় শীতে আচমকাই যেন জেগে ওঠে পর্যটকদের আনাগোনায়। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। শীত পড়তেই তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেছিলেন এই পাহাড়ে। তবে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বড়দিনের

দিন রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক হাজির হলেন শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে। শুধু ভিন জেলার মানুষই নয় বড়দিনের দিন জমিয়ে পিকনিক করতে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এদিন দলবেঁধে হয়েছিলেন শুশুনিয়া পাহাড়মুখী। গত সপ্তাহে বাঁকুড়া জেলায় জাঁকিয়ে যে শীত পড়েছিল একধাক্কায় সেই শীত কিছুটা হলেও কমেছে। শহর কলকাতার পার্কস্ট্রিট কেন্দ্রিক বড়দিন উদযাপনে যারা অভ্যস্ত তাঁরা পাহাড় কোলে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে এমন একটা বড়দিন উপহার পেয়ে খুশিতে ডগমগ।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিজেপির পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন পালিত হল পানাগড় বাজারে। সোমবার বিকালে পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় সংলগ্ন এলাকায় অটল বিহারী বাজপেয়ির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিচারধারা ও তার নীতি আদর্শ বক্তৃতার মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

পাশাপাশি এদিন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এলাকার ২০০ জন অসহায় মানুষের হাতে শীত কম্বল বিবরণ করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, ওবিসি মোর্চার

সহ-সভাপতি কালীচরণ সাও এবং কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ জয়সওয়াল, লীলা সিং, মৃত্যুঞ্জয় যাদব, সন্তোষ চৌহান, অমিত তিওয়ারি, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অমিত সিং, যুব মোর্চার সহ-সভাপতি আচ্ছে লাল জয়সওয়াল, পন্ডিত ওম প্রকাশ শর্মা সহ অন্যান্যরা।

তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান শহরের অফিসার্স কলোনী এলাকায় তৃণমূলের কর্মী শুভাশিস মহন্তের খুনের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শঙ্কর ঘোষ। সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করল পুলিশ। ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন চেয়ে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠাল এদিন বর্ধমান থানার পুলিশ।

২৬ জানুয়ারির রাজপথের প্যারেডে অংশ নেবে বাঁকুড়ার সুস্মিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে প্যারেডে অংশ নেবেন বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের এক আদিবাসী কন্যা। খাতড়ার চিরুনগর গ্রামের সুস্মিতা সরেনের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া এলাকা জুড়ে।

বাবা সহদেব সরেন পেশায় স্থানীয় সুপুর হাইস্কুলের শিক্ষক, মা মমতা সরেন প্রাথমিক শিক্ষিকা হলেও প্রত্যন্ত চিরুনগর গ্রাম থেকে দিল্লির রাজপথ সুস্মিতার এই জার্নিটা মোটেই সহজ ছিল না। খড়বন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শেষ করে গড় রাইপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও খাতড়ার কংসাবতী শিশু বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ শেষে বর্তমানে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজে সংস্কৃত অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সে। এই কলেজে পড়াশুনা করতে এসেই এনএসএস

অর্থাৎ জাতীয় সেবা প্রকল্পে নিজের নাম লেখানোর সুযোগ পায় সে। পরে চলতি বছরে নভেম্বর মাসে দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখান থেকেই এরাজ্যের আটজন সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে প্যারেডে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন, জঙ্গল মহলের সুস্মিতা সরেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লির ক্যাম্পে রাখা হবে। আর সেকারণেই আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্মিতারা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বলে খবর।

স্কুল জীবনেই সুস্মিতার এনএসএসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তখন সেই সুযোগ হয়নি। আর তাই কলেজে এসে সেই সুযোগ পেয়ে আর হাতছাড়া করতে চাইনি। প্রথম দিকে মা, বাবা একটু নিমরাজি থাকলেও এখন সবাই সমানভাবে সমর্থন ও উৎসাহ দিচ্ছেন বলে তিনি জানান।

তাঁদের কলেজের এই ছাত্রীর সাফল্যে খুশি বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের জুলজি বিভাগের অধ্যাপক ও এনএসএস ইউনিট-১ এর পোগ্রাম অফিসার সুরজিৎ মজুমদার।

বিশ্বখ্যাত মালদার নবাবগঞ্জ বেগুন চাষে প্রশাসনিক সাহায্যে আর্জি চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দেখতে অনেকটা বিশালাকৃতি লাউয়ের মতো। এক সময় মালদার (তৎকালীন গৌড় রাজ্য) মোগল আমলের নবাবদের প্রিয় ছিল এই বেগুন। শুধুমাত্র নবাবদের নির্দেশেই তাদের সীমানাতেই চাষিরা উৎপাদন করতেন সুস্বাদু এই বেগুন। যার থেকেই নাম হয়েছে নবাবগঞ্জের বেগুন। রাজ্য তথা দেশের একমাত্র মালদাতেই এখনো উৎপন্ন হয় নবাবগঞ্জের বেগুন। শীতের মরশুমে শুধু পাওয়া যায় এই জাতের বেগুন। যা দিয়ে বেগুন ভর্তা, বেগুন পোড়া, বেগুন ভাজা, বেগুন পোস্ত, বেগুনের সবজি সহ রকমারি রান্না করে এখনো রসনা তৃপ্তিভাবে উপভোগ করেন জেলার মানুষ। আর এই বেগুন কিনতেই আশেপাশের জেলা ও ভিন রাজ্য থেকেও বহু খাদ্য রসিক মানুষেরা আসেন মালদায়। ব্যাপকহারে এই নবাবগঞ্জের বেগুনের চাহিদা থাকায় এবছর দামও খানিকটা বেড়েছে। বর্তমানে বাজারে ৭০ থেকে ১০০ টাকা কিলো

দরে বিক্রি হচ্ছে মালদার বিখ্যাত নবাবগঞ্জের বেগুন।

উল্লেখ্য, একটি বেগুনের ওজন ন্যূনতম ৮০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয়। বিশাল এই বেগুন শুধুমাত্র মালদা জেলার চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়ার থানার রাজাপুরে মূলত চাষ হয়। এছাড়াও ওই গ্রামের পার্শ্ববর্তী পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানী, গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া এলাকায় কিছু পরিমাণ জমিতে চাষ হয়। এই বেগুনের নাম নবাবগঞ্জের বেগুন। এই প্রজাতির বেগুন আর অন্য কোথাও চাষ হয় না। এই এলাকার কৃষকেরাই চাষ করেন। প্রতিবছর কৃষকরা বেগুনের বীজ সংরক্ষণ করে রাখেন। পরবর্তীতে সেই বীজ বপন করেন কৃষকরা নিজেই। এই প্রজাতির বেগুনের বীজ কোথাও কিনতেও পাওয়া যায় না। প্রাচীনকাল থেকেই এই বেগুনের চাষ হয়ে আসছে মালদায় এমনটাই দাবি কৃষকদের। বর্তমানে ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হচ্ছে নবাবগঞ্জের বেগুন। একটি বেগুনের ওজন অনেক আবার দামও বেশি তাই সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে এখন এই বেগুন।

মালদা জেলায় উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার তিনটি ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে এই বেগুন বর্তমানে চাষ হচ্ছে। ধীরে ধীরে এই বেগুনের ওজন অনেকটাই কম হচ্ছে। কারণ গতানুগতিক চাষের ফলে। ৮০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয় একটি বেগুনের ওজন। এই বেগুন গুলিতে বীজ থাকে প্রায় ৫০ গ্রাম। অন্য কোথাও এই বেগুন চাষ না হওয়ার কারণ, মাটির উর্বরতা আবহাওয়া। মূলত শীতকালেই পাওয়া যায় এই বেগুন।

পুকুরিয়া থানার রাজাপুর এলাকার নবাবগঞ্জ বেগুন চাষি রহিম শেখ বলেন, এই জাতের বেগুনের সঙ্গে মালদার প্রাচীন ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। একটা সময় নবাবেরাই এই বেগুন খেতে পছন্দ করতেন। পরবর্তী সময়ে রাজা এবং রাজার রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ নামক একটি এলাকায় শুধুমাত্র এই বেগুনের হাট বসত। সেই থেকেই আজও মালদার নবাবগঞ্জের বেগুন জগৎবিখ্যাত। সরকার এবং প্রশাসন যদি এই জাতের বেগুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়, তাহলে অনেক চাষিরাই আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারবেন।

ওভারলোডিং লরি ও ডাম্পারের চলাচলের ফলে ক্ষতি হচ্ছে গ্রামের রাস্তার, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনিভাবে চলছে বালি ঘাট, তার ওপর দিবারাত্রি ওভারলোডিং লরি ও ডাম্পারের চলাচলের ফলে ক্ষতি হচ্ছে গ্রামের রাস্তাঘাটের।

এমনই অভিযোগ তুলে সোমবার কাঁকসার বনকাটি এলাকায় প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে গ্রামের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে নামে কাঁকসার বনকাটি গ্রামের বাসিন্দারা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় বালি বোঝাই করা লরি ও ডাম্পারে চলাচলের ফলে একদিকে যেমন নষ্ট হচ্ছে গ্রামের রাস্তাঘাট, অন্যদিকে বেপরোয়া গাড়ি চলাচলের ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়েছে এলাকায়।

কাঁকসার বনকাটি এলাকায় অজয় নদের পাড় থেকে বালি তুলে নেওয়া হচ্ছে যার ফলে সেখানের ফসলের জমি নষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও অজয় নদের পাড়ে বড় বড় গর্ত করার ফলে কৃষকরা সাব মার্শিবল পাম্প থেকে চাষের জল না পাওয়ায় বন্ধ হচ্ছে কৃষিকাজ। তাদের অভিযোগ যারা বালি পাচার করছে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ আছে কিনা তারা জানেন না।

তবে প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি মাফিয়ারা রীতিমতো এলাকায় দাপিয়ে বেরাচ্ছে। বেআইনি বালি ঘাট বন্ধের ও ওভারলোডিং গাড়ি চলাচল বন্ধের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছেন।

যতক্ষণ না বেপরোয়াভাবে যান চলাচল বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার মানুষ। কাঁকসা বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাবাসুম খাতুন জানিয়েছেন, তার কাছে গ্রামের মানুষ অভিযোগ জানানোর পরেই তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ও পুলিশকে এই বিষয়ে জানিয়েছেন। বিজেপির নেতা ইন্দ্রজিৎ ঢালির অভিযোগ শাসক দলের মদতেই বেআইনি বালি ঘাটের কাজ চলছে।

e-Tender Notice

The Prodhan, Hatinagar Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 42/2023-24**, Last date of bid submission- **19-12-2023 upto 3.00 pm.** For details visit website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Hatinagar, G.P.
Block- Berhampore, MSD

NOTICE

Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs Eastern Region
In the matter of the **Companies Act, 2013**, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of **M/s Paragon Purva Limited** having its registered office at **97C, Harish Mukherjee Road, 3rd Floor, Kolkata-700026**, Applicant.

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **30th November, 2023** to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Nizam Place, II MSO Building, 3rd Floor, 234/4 AJC Bose Road, Kolkata-700020, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
Surendra Bardia
DIN: 07424186
97C, Harish Mukherjee Road,
3rd Floor, Kolkata-700026
Date: 23/12/23, Place: Kolkata

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ (৫) (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
হিরাওয়াত স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB1995PTC069883) রেজিস্টার্ড অফিস ১/১এ, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং জি, কলকাতা - ৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২২ **ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'তেলেঙ্গানা রাজ্যে'** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পুরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মেসার্স হিরাওয়াত স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মহেন্দর হিরাওয়াত
(ডিরেক্টর)
ডিন-০১৩৫১৭৮৭
তারিখ : ২২.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:

NIT No.: 777/MOG-I/23, Date: 23.12.2023
NIT No.: 778/MOG-I/23, Date: 23.12.2023
NIT No.: 779/MOG-I/23, Date: 23.12.2023
NIT No.: 780/MOG-I/23, Date: 23.12.2023
NIQ No.: 781/MOG-I/23, Date: 23.12.2023
NIQ No.: 782/MOG-I/23, Date: 23.12.2023

Last Date of Bid Submission: **11.01.2024 at 18:00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, শাখার ই-মেল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি: c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলি আইনের ই-নিলাম (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ: ৩০.০১.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: " আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। "

ক্র. নং - ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির প্রতীকী দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০১.২০২৪** তারিখে, **২৩,২১,৪৩০.০০ টাকা ০৭.১১.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **শ্রী অমিত শ', পিতা- শ্রী জয়প্রকাশ শ', ঠিকানা-ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে, আলম বাজার, কলকাতা- ৭০০০৫৫**-এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে- **১৮,৮৮,০০০.০০ টাকা**, বায়না অর্থ জমা হবে **১,৮৮,৮০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত একটি জি+৪ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জি-এ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৬৮০ বর্গফুট এবং ২টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং রুম, ২টি টয়লেট সমন্বিত, মৌজা- হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আর.এস. দাগ নং ১১৫৭, আর.এস. খতিয়ান নং ০৬, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, ওয়ার্ড নং ২০, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, থানা-রাজারহাট, পোস্ট- বাগুইহাটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯। শিরোনাম দলিল নং আই-৪৭৭৭/২০২০, তারিখ- ১৪.১০.২০২০, অতিরিক্ত অ্যাসিউরেন্স রেজিস্ট্রার- ৪, কলকাতা।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.০১.২০২৪ | **প্রতীকী দখল** | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৫২১/আরএনএম, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্র. নং - ২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির প্রতীকী দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০১.২০২৪** তারিখে, **১,৪৭,৮৩,৭০৭.০০ টাকা ৩১.১০.২০১১** অনুযায়ী তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **হীনা আলী**, স্বামী-মহঃ আলি, ৬৮, ঠিকানা- ১) ডাঃ বীরেশ গুহ রোড, পোস্ট-সার্কাস এভিনিউ, থানা-কড়েয়া, কলকাতা- ৭০০০১৭ ২)১৫০/বি, লিন্টন স্ট্রিট, থানা-বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৬০, কলকাতা- ৭০০০১৪, ৩) প্রেমিসেস নং-১৯, শম্ভু বাবু লেন, পশ্চিম এন্টালি, কলকাতা- ৭০০০১৪, **মেসার্স নিউ ডায়মন্ড ট্রেডার্স**, ৪৬/১এ, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭ -এর বকেয়া আছে। **সম্পত্তি ১:** রিজার্ভ মূল্য হবে **৪৭,৫২,০০০.০০ টাকা,** বায়না অর্থ জমা হবে **৪,৭৫,২০০.০০ টাকা** এবং **বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০.০০ টাকা,** **সম্পত্তি ২:** রিজার্ভ মূল্য হবে **৩৬,৫৮,০০০.০০ টাকা**, বায়না অর্থ জমা হবে **৩,৬৫,৮০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.০১.২০২৪ | **প্রতীকী দখল** | এসএআরবি ফাইল নং ১৮৪৪৯/আরএনএম, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১: চার তলা বিল্ডিং এবং বিল্ড আপ এলাকা ২ কাঠা ২ ছটাক ২২ বর্গফিট জমি নির্মিত স্থানের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৫৬এ, প্রেমিসেস নং ১৯, শম্ভু বাবু লেন, ওয়ার্ড নং ৫৫, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, পোস্ট অফিস-এন্টালি, থানা-এন্টালির মধ্যে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০১৪। কনভেয়েন্স দলিল নং ২১.০১.২০১১ তারিখের ২০১১-এর আই-০০৫৭৮ (এআরএ-১ কলকাতা) হীনা আলির পক্ষে, স্বামী-মোহাম্মদ আলী।
সম্পত্তি ২ : নির্মিত স্থানের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিল্ড আপ এলাকা ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট জমি এবং
তিন তলা বিল্ডিং যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৫০/বি, প্রেমিসেস নং ১৫০/বি, লিন্টন স্ট্রিট, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে ওয়ার্ড নং ৬০, পোস্ট- লিন্টন স্ট্রিট, থানা-বেনিয়াপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০১৪. দলিল নং ২০০৫-এর আই-০২৯৩১ তারিখ- ৩০.০৩.২০০৫ (এআরএ-১ কলকাতা) (১) মোহাম্মদ ইসাক পিতা-প্রয়াত মোহাম্মদ ইসমাইল, (২) মিসেস নাজিরুন বেগম স্বামী- ডা. মোহাম্মদ ইসাক এর পক্ষে।

ক্র. নং - ৩

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির প্রতীকী দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০১.২০২৪** তারিখে **২,৫২,১১,৩৫৬.০০ টাকা ১১.০২.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **মেসার্স করুণাময়ী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৯/৩, বি.টি. রোড, বেলঘরিয়া, কাড়ায়া, কলকাতা- ৭০০০৫৬, **শ্রী সুবীর দত্ত,** পিতা-প্রয়াত সুশীল কুমার দত্ত, প্রয়াত সুশীল কুমার দত্তের আইনগত উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচিত, ১২৮/১, বিএল ঘোষ রোড, পোস্ট- আড়িয়াদহ, কলকাতা- ৭০০০৫৭, **শ্রীমতী অনিমা দত্ত,** স্বামী-প্রয়াত সুশীল কুমার দত্ত, ১২৮/১, বি.এল. ঘোষ রোড, পোস্ট- আড়িয়াদহ, কলকাতা- ৭০০০৫৭ -এর বকেয়া আছে।

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.০১.২০২৪ | **প্রতীকী দখল** | এসএআরবি ফাইল নং ১৯০৭৮/আরএনএম, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৪ কাঠা এবং ১৩ ছটাক এবং ৩৪ বর্গফুট। (একটু কমবেশি বা একই হতে পারে) এবং তার উপর বিল্ডিং সহ, জে.এল. নং ১, মৌজা - আড়িয়াদহ, কামারহাটি, আর. এস. নং - ১২, তৌজি নং ১৭৩, সি.এস. দাগ নং ৩৪৯২ (পি), এলওপি নং ৫৮ এর অংশ, পৌরসভার ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং ৪৭২/১ প্রেমিসেস নং ৩৩, কামারহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা- বেলঘোরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা (বর্তমানে মৃত শ্রী সুশীল কুমার দত্ত এর নামে ১৯৯১ সালের দলিল নং ৭০৭৯)।

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল দেখুন : https://ibapi.in

তারিখ: ২৬.১২.২০২৩
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আরামবাগের ঐতিহাসিক মান্দারন পর্যটন কেন্দ্রে বড়দিনে পর্যটকদের ঢল

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার আরামবাগের অন্যতম পযটন কেন্দ্র হল মান্দারন। দামোদর নদীর তীরে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

কয়েক একক জমি ওপর গড়ে উঠেছে এই বনভূমি। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও গোঘাটের মান্দারন পর্যটন কেন্দ্রে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে অসংখ্য পর্যটকের ভিড় হয়। তারা বনভোজনে মেতে ওঠেন। শেষ খবর পাওয়া পযন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এই বছর বনভোজন হয়। হুগলি জেলার মধ্যে অন্যতম সরকারি পার্ক হল মান্দারন। এই বছর এই পার্কে বনভোজনের করার জন্য বেশ কয়েকটি নিয়ম কানুন বলবৎ করে মান্দারন পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্কের সম্পূর্ণ ভাবে ডিজে বক্স বাজানো নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। ভ্রমণপিপাসু মানুষ এদিন সবুজের টানে এদিন মান্দারনে আসেন। চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ। সবুজের সমারোহ। নিস্তব্ধতা যেন এলাকা জুড়ে রয়েছে। তবে ২৫ ডিসেম্বর একটু আলাদা। বনভোজনের জন্য প্রতি বছরই বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য মানুষ মান্দারনে আসেন। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান অন্যান্য বছর ২৫ ডিসেম্বর ভোর থেকেই পার্কে লোকজন চলে আসে। বসে যায় বনভোজনের আসর। এই বছরও সেই দৃশ্য দেখা যায়। আঞ্চলিক ইতিহাসবিদদের মতে প্রায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দে শূর বংশের সামন্ত রাজারা মান্দারন গড় তৈরি করেন। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক চারিদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল গড়টি। যাতে করে বাইরের শত্রু সহজে গড়ে প্রবেশ করতে না পারে। কয়েকশো জমির ওপর তৈরি করা হয়েছিল এই গড়টি। চারদিকে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। একবার কেউ গড়ে প্রবেশ করলে সহজে যেমন বের হতে পারত না তেমনি বাইরে থেকে সহজে কেউ গড়ে প্রবেশ করতে পারত না। রাজ পরিবারের সদস্যরা বেশিভাগ সময় সুরঙ্গ দিয়ে যাতায়াত করত। বর্তমানেও চারিদিকে সবুজের সমারোহ। কিন্তু এই রকম এক ঐতিহাসিক জায়গা সংরক্ষণের অভাবে বেহাল হয়ে পড়ে ছিল। প্রাচীর ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। পযটকদের জন্য তৈরি বসার জায়গা, বাথরুম, সংরক্ষিত প্রাণীদের জন্য লোহার খাঁচা সবই ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে ছিল। প্রশাসনিক উদাসীনতায় এই রকম এক মনোরম জায়গা ধীরে ধীরে নষ্ট হতে বসেছিল। ভয়ে পর্যটকরা আর মান্দারন যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে আবারও নতুন ভাবে সেজে উঠেছে মান্দারন। পর্যটকদের যাতায়াত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যাবে এই গড় মান্দারন আক্রমণ করেছিল চোল বংশের রাজা রাজেন্দ্র চোল। এই বিষয়ে হুগলি জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস বিদ দেবাশিস শেট জানান, চোল আমল থেকেই শূর বংশের পতন শুরু হয়। পরবর্তী কালে ইসমাইল গাজী এই মান্দারন গড় দখল করেন। কথিত আছে, তিনি নাকি ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাকে ওই গড়েই সমাধিস্থ করা হয়। আর সেখানেই গড়ে ওঠে জাগ্রত বড় আস্তানা।

মালদায় গ্রেপ্তার ভুয়ো টেট পরীক্ষার্থী-সহ ২ জন, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এ যেন একেবারে সুপারি কিলার ভাড়া করার মতো অপরাধমূলক ঘটনা। টেট পরীক্ষায় মালদার এক গৃহবধূর পরীক্ষার্থীর বদলে ভুয়ো পরীক্ষার্থীর অভিযোগে গৌড় কলেজ থেকে বিহারের এক মহিলা পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ধৃত ওই যুবতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি রবিবার ঘটলেও রাত পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও কিছু খোলসা করেনি পুরাতন মালদা থানার তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। অবশেষে সোমবার ধৃত ওই মহিলা পরীক্ষার্থী-সহ তিনজনকে মালদা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি জানাজানি হয়। এই আন্তঃরাজ্য ভুয়ো পরীক্ষার্থীর চক্রের দল যে সক্রিয় রয়েছে তা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ভুয়ো মহিলা পরীক্ষার্থীর নাম পুষ্পাঞ্জলি কুমারী (৩২)। তার বাড়ি বিহারের পাটনা এলাকায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রবিবার রাতে পুলিশ আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম বিজয় কুমার (৩২)। তার বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়াতে এবং বিশ্বজিৎ মণ্ডলের (৩১) বাড়ি মালদার পুখুরিয়া থানার হরিপুর গ্রামে।

প্রাথমিক তদন্তে পর পুলিশ জানিয়েছে, এই বিশ্বজিৎ মণ্ডলের স্ত্রী রূপালী মণ্ডল এবারের টেট পরীক্ষার প্রার্থী ছিল। তার সিট পড়েছিল পুরাতন মালদা থানার গৌড় কলেজে। রবিবার ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিরত টেট পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাতেই রূপালী মণ্ডলের হয়েই ভুয়ো পরীক্ষার্থী হিসাবে পুরাতন মালদার গৌড় কলেজে পরীক্ষা দিতে এসেছিল বিহারের ওই মহিলা পুষ্পাঞ্জলী কুমারী। পরীক্ষা চলাকালীন ওই মহিলার কিছু অসংলগ্ন আচরণ দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। এরপর ওই মহিলার পরিচয় পত্র তদারকি শুরু করে গৌড় কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারপরেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য।

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে গৌড় কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অসীম কুমার সরকারের অভিযোগ পেয়ে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ বিহারের ওই ভুয়ো মহিলা পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আর পুলিশি জেরায় ওই মহিলা সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয় এই ঘটনার পিছনে যে একটি বড় চক্র কাজ করছে তা তদন্ত শুরুতেই জানতে পেরেছিল পুলিশ। সেই মতোই ওই মহিলার ফোন থেকে কৌশলে ভুয়ো পরীক্ষা চক্রের আরও দুই পান্ডাকে মঙ্গলবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ভুয়ো পরীক্ষার্থী হিসাবে বিহারের একটি চক্র কাজ করছে। তবে এই ঘটনার পিছনে আরও বড় কোনও মাথা জড়িত রয়েছে বলেও সন্দেহ পুলিশের। তদন্তকারী পুলিশ কর্তাদের প্রাথমিক অনুমান, মোটা টাকার বিনিময় এই ভুয়ো পরীক্ষার্থীর চক্র কাজ করছে। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে আইপিসি ৪১৭ এবং ৪১৯ ধারায় মামলার রুজু করে আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

বড়দিন উপলক্ষ্যে চার্চের সামনে যে গোশালা তৈরি করা হয়, তা প্রতিদিনই খোলা থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যান্ডেল: বড়দিন উপলক্ষ্যে সেজে ওঠে বিভিন্ন গির্জাগুলি। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গির্জা ব্যান্ডেল চার্চ। ১৫৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চার্চটি বছরের পর বছর ধরে মানুষের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। তাই সারাবছরই ভিড় লেগে থাকে ব্যান্ডেল চার্চে। আর বড়দিন তথা ক্রিসমাসের সময় এই ভিড় আরও অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয় গোটা ব্যান্ডেল চার্চজুড়ে। পাশাপাশি থাকছে আরও ব্যবস্থা। সম্প্রতি এই বিষয়ে এক বৈঠকেরও আয়োজিত হয়েছে। ব্যান্ডেল চার্চের ইনচার্জ ফাদার জনি বলেন, 'বড়দিন উপলক্ষে চার্চের সামনে যে গোশালা তৈরি করা হয়, তা প্রতিদিনই খোলা থাকবে। গির্জা খোলা থাকে ৮টা থেকে ৪টে ৫০ পর্যন্ত। সেভাবে গোশালাও খোলা থাকবে প্রতিদিনই। ২৫ তারিখ (বড়দিন) ও ১ তারিখও (নতুন বছরের প্রথম দিন) গোশালা খোলা থাকবে। তবে এই ২ দিন গির্জা, ক্যাম্পাস, মাস্তুল, ছোট গির্জা, বন্ধ থাকবে। ভিড়ের কারণে বন্ধ থাকবে।' নিরাপত্তার বিষয়েও বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। চার্চের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মী ছাড়াও, পুলিশ প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। থাকছে সিসি ক্যামেরার নজরদারি। থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশও। এই সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য চার্চের তরফে রাখা হবে স্বেচ্ছাসেবকও। অন্যদিকে যে সমস্ত পর্যটকরা এই সময় ব্যান্ডেল চার্চ দেখতে আসবেন, তাঁদের জন্য থাকছে বায়ো টয়লেট ও স্বাস্থ্য শিবিরও। স্থায়ী দোকান ছাড়াও, বড়দিন সময়ে চার্চের আশেপাশে বহু অস্থায়ী দোকানও বসে এই সময়। বিশেষ প্রার্থনা প্রথা মাফিক বড়দিনের আগের রাতে গির্জায় গির্জায় হয়ে গিয়েছে বিশেষ প্রার্থনা। ব্যান্ডেল চার্চে রাত দশটার আশেপাশে শুরু হয় ক্রিসমাস ক্যারোল। গির্জার সুবিশাল প্রার্থনা কক্ষে শুরু হয় বিশেষ প্রার্থনা বা মিড নাইট মাস। বড় দিন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আলোয় আলোয় সেজে উঠেছে ব্যান্ডেল চার্চ। আলোয় সেজেছে গির্জা, ক্রিসমাস ট্রি। তৈরি হয়ে গিয়েছে গোশালা। প্রভু যিশুর জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। বিশেষ প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি অমিত পি জাভালগি, ডিসি ঈশানী পাল, এসিপি মৌমিতা দাস ঘোষ-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও ছিলেন হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়।

শুরু হল সিউড়ি উৎসব

মিলন গোস্বামী

সিউড়ি: বড়দিন উপলক্ষ্যে ও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে সোমবার থেকে শুরু হল সাত দিনব্যাপী সিউড়ি উৎসব ২০২৩। সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে এই উৎসবের আয়োজক সিউড়ি পুরসভা। বীরভূম জেলা পুলিশ, বীরভূম জেলা প্রশাসন ও বীরভূম জেলা পরিষদের সহযোগিতায় এবং বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই উৎসবকে ঘিরে উৎসাহের শেষ নেই। সোমবার বিকেলে ইরিগেশন কলোনির মাঠে সিউড়ি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। এই দিনে কবিতা পাঠ করে শোনান উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের।

এই উৎসবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক, বীরভূম জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন, নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধান মাঝি, সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন বিশ্বজিৎ মোদক, সহ সিউড়ি পুরসভার কাউন্সিলর বৃন্দ। এই উৎসবকে ঘিরে বসেছে খাবারের নানা স্টল সহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দোকান।

সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় জানান, সিউড়িবাসী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের কথা মাথায় রেখে বড়দিন উপলক্ষ্যে এই উৎসবের সূচনা হল। সাতদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন মুম্বই, কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলগুলি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে প্যারেডে অংশ নিচ্ছে রানিগঞ্জ টিডিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে প্যারেডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানিগঞ্জের টিডিবি (ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া) কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া সোনিয়া বাউরি। ন্যাশানাল সোশ্যাল সার্ভিস করা কলেজ পড়ুয়া সোনিয়া বাউড়ি এই রাজ্যের যে ৮ জন প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে দিল্লিতে সুযোগ পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সোনিয়া। সোনিয়া আসানসোল জামুড়িয়া থানার চাঁদা স্কুল পাড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, সোনিয়া বাউড়ি গত এনএসএস কর্মী হিসেবে গত ১৪ নভেম্বর একটি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে যায়। ১৫ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে তার ১০ দিনের প্রশিক্ষণ হয়। দিন কয়েক আগে সোনিয়া জানতে পারে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে প্যারেডে এনএসএস কর্মী হিসেবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে সোনিয়া জানায়, এই কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সময় জানতে পারি যে, এখানে এনএসএসের একটা ইউনিট রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক কাজ করার আগ্রহ থেকে ইউনিটে ভর্তি হয়। সত্যি খুব ভালো লাগছে। সবসময় দিল্লির প্যারেড টিভিতে দেখেছি। এবার তাতে অংশ নিতে চলেছি।

ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০০তম জন্মদিন পালিত হল বিজেপির বীরভূম জেলা কার্যালয়ে। অটল বিহারী বাজপেয়ীজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ একাধিক বিজেপির কার্যকর্তা।

ডায়মন্ডহারবারে আয়োজিত হল 'হারবার জ্যাম' উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ঐতিহাসিক শহর ডায়মন্ড হারবারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও কুটির শিল্পকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে দু'দিনের 'হারবার জ্যাম' উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নুনগোলা ডায়মন্ড ক্লাবের মাঠে। সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ মিউজিশিয়ান, চিত্রশিল্পী, কবি সাহিত্যিকরা অংশ নিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। প্রায় ২৫ জন শিল্পী স্বাধীনভাবে পারফরম্যান্স করেন হারবার জ্যামের মঞ্চে। উৎসব প্রাঙ্গণে বসেছিল হস্ত ও কুটির শিল্পের পাশাপাশি সুন্দরবনের মধু, বেতের তৈরি নানান সামগ্রী, তাঁতের কাজ, পোড়া মাটির সামগ্রী সহ একাধিক স্টল। সুন্দরবন ও উপকূলের জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণ আইন নিয়ে আলোচনা শিবির এবং সাহিত্য সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। এছাড়া শহরের ২০ জন ফটোগ্রাফারের ছবি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও করা হয়। উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী কানাই দাস বাউল ও তপন তপাদার এবং তৈশি নন্দী, সায়ন সিংহ (বুবাই), সার্বিক গুহ, প্রশান্ত দে, মানু দে, সৌরকান্তি ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সরদার, কবি রফিক উল ইসলাম, সৌমিত বসু প্রমুখ। আয়োজকদের তরফে অনীক ভট্টাচার্য বলেন,

'হারবার জ্যাম মানেই গায়ক, শিল্পী ও সংস্কৃতি প্রেমীদের মিলন উৎসব। এটা আমাদের পঞ্চমবারের আয়োজন। মিউজিক ও আর্টের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সচেতনতা শিবির এবং শিশুদের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করেছিলাম। ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার ও সংলগ্ন এলাকার শিল্প, লোকাচার ও ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।'

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন পালন আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির জন্মদিন পালিত হল সোমবার সকালে। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা অফিস ও আরামবাগ পুরমণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। অটল বিহারী বাজপেয়ির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিমান ঘোষ, যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, অসিত কুণ্ডু, চন্দন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি আরামবাগ শহরজুড়ে ১০০ টি পতাকা উত্তোলন করেন আরামবাগ পুরমণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিত ঘোষ। সোমবার পুরমণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ির জন্মদিন উপলক্ষ্যে আরামবাগের চাঁদুর ভাটার মোড় থেকে শুরু করে বাসস্ট্যান্ড হয়ে পুরাতন বাজারে পতাকা লাগালেন দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে। এদিন বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০০তম জন্ম দিবস। জন্মদিনে উপলক্ষ্যে গোটা ভারতবর্ষে আজকের দিনটা ধুমধাম সহকারে পালন করা হচ্ছে বিভিন্ন সেবা কাজের মাধ্যমে। আমাদের সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অটলজিকে নিয়ে অনেক কার্যক্রম রাখা হয়েছে।

পথ কুকুরদের বড়দিনের উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: শীতের মরশুমে বড়দিনে উপহার পেল বারাসাতের পথ কুকুররাও। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ঠান্ডার দিনে নতুন ঘর পেল তারা। ফলে ঠান্ডার হাত থেকে মিলবেও রক্ষা। আগামী দিনে পথ ও কুকুরদের জন্য এমন উদ্যোগ জেলার অন্যত্র নেওয়া হবে বলেও জানালেন পশুপ্রেমীরা। মাঝে মধ্যেই রাস্তায় চলা ফেরা করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পথ কুকুররা। এর ফলে প্রায়ই মৃত্যু হয় পথ কুকুর বা তাদের ছানাদের। আবার অনেক সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকে অনেক কুকুর। তাদের দেখাশোনার কোনও লোক থাকে না। এই পরিস্থিতিতে পথ কুকুরদের নিয়ে কাজ করা সংস্থাটি এবার ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করল। যেখানে পথ কুকুরদের রাখার ব্যবস্থার পাশাপাশি, খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে দুর্ঘটনায় কুকুরের মৃত্যু অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন পশু প্রেমীরা। নিরীহ প্রাণীগুলোকে বাঁচানো যাবে বলে আশা তাঁদের। পাশাপাশি এই কনকনে শীতের হাত থেকেও রক্ষা পাবে তারা। বড়দিনের সকালে বারাসাত থানায় এই পথ কুকুরদের ঘরের ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন বারাসাত পুরসভার চেয়ারম্যান অশনি মুখার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাত থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শুভ্র সান্যাল সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা। বারাসাত পুরসভার চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায় জানান এই অভিনব উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। ওরা কথা বলতে পারে না কিন্তু মানুষের বিপদে ওরা পাশে থাকে। বড়দিনের সবাই যখন আনন্দ করছে ওরাও তখন আনন্দ করবে। ওরা হয়তো বলতে পারে না মস্তিষ্কের তফাৎ কিন্তু বাকিটা সবই এক। ওরাও বারাসাতের ভালো চায় আর সেই ভালো চাওয়ার অংশীদার হিসাবে আমিও তাদের একজন। আমি গর্ববোধ করি আমার শহরে ও এরকম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে সেই সংগঠন সংখ্যায় আরো বাড়ুক পৃথিবী সুন্দর হোক পৃথিবী ভালো হোক।

ফুরফুরায় বোখারীয়া ফাউন্ডেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার ফুরফুরা শরিফের বেল পাড়ায় বোখারিয়া ফাউন্ডেশনের তরফে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সভার সূচনা হয় পবিত্র কোরান পাঠ দিয়ে। তারপর শুরু হয় ইসলামী আলোচনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন মাদ্রাসা হস্টেল ও সংগঠনের বিভিন্ন শাখায় এবং এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে এদিন শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের কর্ণধার সৈয়দ মাওঃ আমজাদ হোসাইন সাহেব, সৈয়দ আলমগীর হোসাইন, সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসাইন, ফুরফুরা ফাতেহীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক শেখ সেলিম, মাওঃ আমানুল্লাহ,

মাওঃ জামালউদ্দিন বিন ইব্রাহিম সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রধানরা। ফাউন্ডেশনের দুই পরিচালক তথা সৈয়দ মাওঃ আমজাদ হোসেন সাহেবের দুই পুত্র সৈয়দ হাম্মাদ হোসাইন ও সৈয়দ হামমাম হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বড়দিনে দুঃস্থ শিশুদের উপহার প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় দুই যুবকের অকাল প্রয়াণে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কাঁকসার রাজবাঁধ শিশু সদসনের প্রায় ৪০ জন দুঃস্থ পড়ুয়ার হাতে ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে উপহার তুলে দিল দুই কিশোরের পরিবার। ২০২১ সালে মৃত্যু হয় কাঁকসার ডাকবাংলোর বাসিন্দা সন্দীপ দক্ষের। সন্দীপের দাদা সুমন দক্ষ জানিয়েছেন তার ভাই ছোট থেকে সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নানা সময়ে তার ভাই দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াত এবং সমাজসেবার কাজ নিয়েই বেশিরভাগ সময় পরে থাকত। তাই তার মৃত্যুর পরে তার আত্মার শান্তি কামনায় তারা ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন উপলক্ষ্যে কাঁকসার রাজবাঁধ শিশু সদনের দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট, লেখা পড়ার সরঞ্জাম, খেলার সরঞ্জাম ও শীতের পোশাক তুলে দেন গোটা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে। অন্যদিকে গত ১৩ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা দেবব্রত ঢালি নামের যুবকের। তার অকাল প্রয়াণে পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন তারা দেবব্রতর কোনো শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করবেন না। বরং তার আত্মার শান্তি কামনায় তারা দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াবেন। সেই মতো পরিবারের সদস্যরা কোনও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান না করে ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে কাঁকসার রাজবাঁধ শিশু সদনের দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে শীতের পোশাক, খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তার আত্মার শান্তি কামনায় দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

বড়দিনের ছুটিতে পুরুলিয়ার পাহাড়ে পর্যটকদের উপচে পড়ল ভিড়

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: গত বেশ কয়েক বছর থেকেও এবছর বড়দিনের ছুটিতে পুরুলিয়ার পাহাড়ে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল ২৫ ডিসেম্বর। এদিন বনভোজনে আসা মানুষের ভিড় উপচে পড়ল পুরুলিয়ার অযোধ্যা, জয়চণ্ডী ও গড়পঞ্চকোট পাহাড়ে। অতীতের বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে এবার পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় হল রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম পর্যটনকেন্দ্র পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। সকাল থেকেই জেলার এই তিন স্থানেই যেন তিলধারণের জায়গা ছিল না। বেলা যত বেড়েছে ততই ভিড়ও বেড়েছে। তবে অযোধ্যা পাহাড় ও জয়চণ্ডী পাহাড়ের ভিড় এদিন অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর সোমবার এই রেকর্ড সংখ্যক ভিড় দেখে এবারে পর্যটন মরশুমের পরবর্তী দিনগুলির কথা

ভেবে আশায় বুক বাঁধছেন অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হোটেল মালিকরা। মুখে হাসি ফুটেছে আদিবাসীদের। কারণ, তাদের নাচ দেখে পর্যটকরা যে অর্থ দান করে এদিন তা বিগত বছরগুলি থেকে অনেক বেশি।

এদিকে জেলায় তাপমাত্রা এদিন ছিল স্বাভাবিক। যার ফলে কনকনে শীত না থাকায় এবার বহিরাগত পর্যটকদের ভিড় ছিল বেশি। শীত পড়তেই ভ্রমণ পিপাসুদের মনে উঁকি দিতে থাকে পিকনিকের কথা। আর সেই দিনটিকে কাজে লাগিয়ে এদিন অযোধ্যা পাহাড়ের মুরগুমা জলাধার, পাহাড়ের পাদদেশের খয়রাবেড়া গ্রাম-সহ ব্রাহ্মণী ও টুরগা ফলসে পিকনিক পার্টির ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

অযোধ্যা পাহাড়ের পিকনিক স্পটগুলি ছাড়াও এদিন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের অদূরে অবস্থিত জয়চণ্ডী পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। রূপসী বাংলার পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার, পিকনিক করতে যাওয়ার বা পাহাড়ে ট্রেকিং করার আদর্শ জায়গা। তাই তাকে কাজে লাগিয়ে ২৫ ডিসেম্বর জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের ঠিক দু'দিন আগে সোমবার বড়দিনের ছুটিতে জয়চণ্ডী পাহাড়ে রেকর্ড পরিমাণে পিকনিক দলের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্ব-পরিবারে ভিড় জমিয়েছেন জেলার বাইরে থেকে আসা পিকনিক দলগুলি। এদিন জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সান্তার সাজে সজ্জিত কর্মীরা খুদেদের হাতে চকলেটও দেন। যা পেয়ে এদিন খুশির অন্ত ছিল না কচিকাঁচাদের। এদিন জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন উৎসব কমিটির সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া, উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি, রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

রঘুনাথপুর পুরসভার পুরপ্রধান তরণী বাউরী জানান, বহু প্রাচীন জয়চণ্ডী পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং হয় বারবার। এই পাহাড়ের সৌন্দর্যকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে প্রতিবছর ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি 'জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব' পালন করা হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না। অন্যদিকে রাজ্যের বর্তমান সরকার পর্যটন মানচিত্রে এই পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়কে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে এই পাহাড়ের পাদদেশে যুব আবাস, কটেজ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের আগে পাহাড়ের পাদদেশে জেলা পরিষদের অর্থানুকুলে পর্যটকদের সুবিধার জন্য নবনির্মিত একটি শৌচাগারের ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাসসেবী সৌমেন বেলথরিয়া।

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ
ক্যাবিনেটে নতুন ২৮ মন্ত্রী

ভোপাল, ২৫ ডিসেম্বর: মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের ক্যাবিনেটে নতুন করে জায়গা পেলেন ২৮ জন। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী।

সোমবার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মাঙ্গুভাই সি প্যাটেল রাজভবনে নতুন মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজ্য সভাপতি ভিডি শর্মা-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দদের দেখানো পথেই আমরা কাজ করব। ওনাদের নেতৃত্বে আমরা রাজ্যের উন্নতি করব।' শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সকল নেতারাই রাজ্যেদের উন্নতি সাধনের অঙ্গীকার করেছেন। বলে রাখা ভালো, মোহন যাদবের নতুন ক্যাবিনেটে এগারো জন অনগ্রসর শ্রেণির।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে বিধানসভা নির্বাচন হয় মধ্যপ্রদেশে। ৩ ডিসেম্বর ভোটের ফল ঘোষণা হলে দেখা যায় সেরাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। মসনদ নিয়ে নানা জল্পনার মাঝেই বিশ্লেষকদের অবাক করে শিবরাজ সিং চৌহানের মতো হেভিওয়েটকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসন দখল করেন মোহন যাদব। মসনদে বসেই ধর্মীয় স্থান থেকে লাউডস্পিকার নিষিদ্ধ করার পর প্রকাশ্যে মাছ-মাংস-ডিম বিক্রিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, খাদ্য দপ্তর এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। প্রাথমিকভাবে আগামী ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা জায়গায় মাছ-মাংস-ডিম বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে পুলিশ ও স্থানীয় পুর প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরই একের পর এক চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত নেন মোহন।

অটল-শ্রদ্ধার্ঘ...

সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াদিল্লির 'সদৈব অটল'-এ গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। উপস্থিত ছিলেন স্পিকার ওম বিড়লা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা-সহ বিশিষ্ঠরা।

জন্মদিনে তরুণীকে জ্যান্ত পোড়াল সমকামী সঙ্গী

চেন্নাই, ২৫ ডিসেম্বর: সহপাঠী তথা প্রেমিকের হাতেই জন্মদিন নৃশংসভাবে খুন হলেন চেন্নাইয়ের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তরুণী। শিকলে বেঁধে ব্লেড দিয়ে ফালা-ফালা করে গায়ে পেট্রল ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় ওই তরুণীকে। অভিযুক্ত তরুণীকে বিয়ে করবে বলে লিঙ্গ বদলের অস্ত্রপচার করান। তাঁরা একসঙ্গেই থাকছিলো। তার পরে এই কাণ্ড কেন এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। গ্রেপ্তার করে জেরা করা হচ্ছে অভিযুক্তকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি দক্ষিণ চেন্নাই শহরতলি কেলাবক্কমের। ২৪ বছরে তরুণী আর নন্দিনীকে নৃশংসভাবে হত্যায় অভিযুক্ত প্রাক্তন সহপাঠী সমকামী সঙ্গী ভেত্রিমরণ ওরফে পান্ডি মহেশ্বরী। নন্দিনীকে বিয়ে করবে বলেই ভেত্রিমরণ অস্ত্রপচার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করেন। দুজনেই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চেন্নাই শহরে একসঙ্গে থাকছিলেন। চাকরি করতেন একটি আইটি সংস্থায়।

যদিও নন্দিনীর জন্মদিনে যুগল সম্পর্ক নাটকীয় মোড় নেয়। এদিন রাতে সারপ্রাইজ দেবেন বলে নন্দিনীকে চোখ বন্ধ করতে বলেন ভেত্রিমরণ। এর পরেই শিকল দিয়ে বেঁধে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড চালায় ভেত্রিমরণ। ব্লেড দিয়ে ফালা-ফালা করে গায়ে পেট্রল ঢেলে নন্দিনীকে পুড়িয়ে দেয় অভিযুক্ত। প্রতিবেশীরা তরুণীকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে অভিযুক্ত রূপান্তকামীকে গ্রেপ্তার করে জেরা করা হচ্ছে। উভয়ের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মন্দিরে প্রসাদ খেয়ে মৃত্যু মহিলার

বেঙ্গালুরু, ২৫ ডিসেম্বর: মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ খেয়ে আমাশয় ও বমি। সঙ্গে পেট ব্যথা। প্রথমদিকে গুরুত্ব না দিলেও সময় যত এগোয়, ততই শরীর অসুস্থ হতে শুরু করে। তারপর এক-এক করে হাসপাতালে ভর্তি হন প্রায় ৮০ জন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেয় যে, একটি হাসপাতালের পুরো একটি তল আইসিইউয়ে পরিণত হয়েছে। সমস্ত রোগীরই একই উপসর্গ, আমাশয় ও বমি। ইতিমধ্যে ১ জনের মৃত্যুও হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর হোসকোট এলাকায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গোটা ঘটনার উপর নজরদারি রাখছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরও। পুলিশ সূত্রে খবর, হোসকোট এলাকায় একটি মন্দিরে শনিবার পুজো দিতে গিয়ে সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন ভক্তরা।

আমেরিকার শপিং মলে গুলির লড়াইয়ে মৃত এক

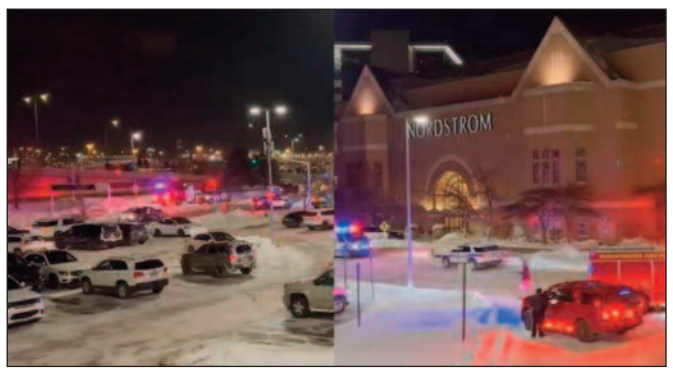

২৫ ডিসেম্বর: বড়দিনে রক্তাক্ত আমেরিকা। কলোরাডোর শপিং মলে গুলির লড়াইয়ে মৃত ১। আহত ৩। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কলোরাডোর সিটাডেল শপিং মলে এই ঘটনা ঘটে। বড়দিন উপলক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় উপচে পড়েছিল সেখানে। সাধারণ মানুষের কেনাকাটার মাঝেই হঠাৎ করে গুলির লড়াই শুরু হয় দুই দলের মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলোরাডো স্প্রিং থানার পুলিশ।

এই বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, দুই দলের গুলির লড়াইয়ে আহত হয়ে ঘটনারস্থলেই এক ব্যক্তি প্রাণ হারান। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কমবেশি চোট পেয়েছেন অন্য আরেক মহিলাও। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁরা জড়িত কি না তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বলে রাখা ভালো, চলতি মাসেই আমেরিকার লাস ভেগাস শহরের নেভাদা ইউনিভার্সিটিতে হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হাজির পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে আচমকা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে হামলাকারী। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন জনা চারেক পড়ুয়া। পালটা পুলিশের গুলিতে নিকেশ হয় হামলাকারী। এহেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলার জেরে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

এআই-এর কারণে পেটিএম-এ চাকরি গেল হাজার কর্মীর

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: দক্ষ কর্মীদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বর্ষশেষের আগেই চাকরি গেল প্রায় ১০০০ জনের। দেশের বিভিন্ন স্থানে পেটিএম-এ কর্মরত ১০০০ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। খবরটি নিশ্চিত করেছেন পেটিএম-এর মুখপাত্র। তবে এখানেই শেষ নয়, নতুন বছরেও কর্মী ছাঁটাই অব্যাহত থাকতে পারে বলে তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলছে। যা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

সূত্রের খবর, চলতি বছরের অক্টোবর থেকেই পেটিএম-এর বিভিন্ন ইউনিটে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আর এর প্রধান কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। পেটিএম-এর মুখপাত্র জানান, এআই-এর সাহায্যে কাজগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে নেওয়া হচ্ছে। সংস্থাকে আরও দক্ষ ও কর্মক্ষম

করে তুলতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংস্থার খরচও কমবে। তাই সামান্য কর্মীসংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এআই-এর মাধ্যমে কোম্পানির কর্মীদের জন্য খরচ ১০-১৫ শতাংশ কমেছে বলেও উল্লেখ করেছেন পেটিএম মুখপাত্র। এআই-এর কাজে সংস্থা মুগ্ধ বলে জানিয়েছেন পেটিএম-এর মুখপাত্র। তবে বর্তমানে কর্মী ছাঁটাই হলেও শীঘ্রই এই সংস্থা ১৫ হাজার কর্মী নিয়োগ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কর্মক্ষেত্রে এলে যে কর্মী ছাঁটাই শুরু হবে, তা আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল। কেননা কর্মীদের কাজ করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এআই। ফলে কর্মীদের খরচ বাঁচাতে এককালীন বিনিয়োগ করে এআই-এর উপরই ভরসা করতে উদ্যত হয়েছে অধিকাংশ সংস্থা। পেটিএম-এর পাশাপাশি গুগলেও কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে এবং সেখানেও নেপথ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। স্বভাবিকভাবেই এবার কর্মী ছাঁটাই শুরু হল বিভিন্ন সংস্থায়।

হামাসের সুড়ঙ্গ থেকে ৫ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করল ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস

গাজা, ২৫ ডিসেম্বর: গাজায় হামাসের সুড়ঙ্গ থেকে ৫ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করল ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ৩ সেনা ও ২ সাধারণ নাগরিক, এমনটাই জানিয়েছে আইডিএফ। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালানোর পর তাদের অপহরণ করেছিল হামাস জঙ্গিরা। জেহাদিদের নিঃশেষ করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা।

সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর জানিয়েছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী। পোস্টে লেখা হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে হামাসের টানেলে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ৫ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর তাঁদের অপহরণ করা হয়েছিল। দেহগুলো ইজরায়েলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আইডিএফের তরফে শোকজ্ঞাপন করে বলা হয়েছে, 'তাঁদের স্মৃতি আশীর্বাদ হয়ে থাকুক।' একই সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে কীভাবে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী।

বলে রাখা ভালো, গাজার ভূখণ্ডে মাটির ৮০ মিটার নিচে ছড়িয়ে রয়েছে হামাসের টানেল নেটওয়ার্ক, যার ব্যাপ্তি কয়েকশো কিলোমিটার। ওই সব সুড়ঙ্গের ভিতরে রয়েছে বাঙ্কার, হাতিয়ার ভাণ্ডার থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফাঁদও। গাজার হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুলের নিচে হদিশ মিলেছিল 'দ্য মেট্রো' বা হামাসের সুড়ঙ্গ জালের। মাটির নিচের এই ডেরা থেকে বিভিন্ন হামাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ তুলেছে ইজরায়েল। এর আগে উত্তর গাজায় মাটির নিচে হামাসের ডেরা বিস্ফোরক ভরে উড়িয়ে দিয়েছিল ইজরায়েলি ফৌজ।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে মার্কিন সংবাদপত্রে একটি জার্নালের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, মাটির নিচে হামাসের ডেরা ধ্বংস করতে নতুন পন্থা নিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। টানেলগুলোকে জলের তোড়ে ভাসিয়ে নাকি জেহাদিদের খতম করার পথে এগোচ্ছে ইহুদি দেশটি। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ই নাকি উত্তর গাজার আল-শাতি শরণার্থী শিবিরের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে বড় বড় পাঁচটি পাম্প বসিয়েছে ইজরায়েল বাহিনী। যে পাম্পগুলোর মাধ্যমে ঘণ্টায় কয়েক হাজার কিউবিক মিটার জল বের হয়। যদিও নতুন এই কৌশল সম্পর্কে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী অস্বীকার করলেও তারা জানিয়েছে, বিভিন্ন সামরিক উপায়ে হামাস জঙ্গিদের নিধন করা হচ্ছে।

মন্দিরের দেওয়াল ধসে আটক ৫ শ্রমিককে উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: দীপাবলির দিন, উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারায় নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ ধসে আটকে পড়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। আর বড় দিনে বড় বিপদ ঘটল হরিয়ানার গুরুগ্রামে। সোমবার এখানকার এক মন্দিরের দেওয়াল ধসে অন্তত পাঁচজন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। পাঁচজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাঁচ শ্রমিকের মধ্যে অন্তত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকিরাও গুরুতর জখম হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, গুরুগ্রামের সেক্টর ১৫-য় অবস্থিত এক জগন্নাথ মন্দিরে নির্মাণের কাজ চলছিল। আচমকাই, মন্দিরের একপাশের দেওয়াল ধসে যায় এবং কর্মরত শ্রমিকরা তার নীচে চাপা পড়েন। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আসে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। সূত্রের খবর, ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করা হয়।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলের এক ভিডিও সামনে এসেছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ঘটনাস্থলের আশপাশে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চলছে। জেসিবি মেশিন দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সরনোর কাজ করা হচ্ছে। উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে রয়েছে স্থানীয় পুলিশও।

'রাজসাক্ষী' হওয়ার আবেদন নিউজ ক্লিকের সাংবাদিকের

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: দিল্লির আদালতে 'রাজসাক্ষী' হওয়ার আবেদন জানালেন নিউজ পোর্টাল নিউজক্লিকের এইচ আর দপ্তরের প্রধান অমিত চক্রবর্তী। অর্থের বিনিময়ে একাধিক চিনা সংস্থার হয়ে প্রচার চালানোর অভিযোগে বিদ্ধ নিউজক্লিক। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থকে ইউএপিএ ধারায় গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা। গ্রেপ্তার হন অমিত চক্রবর্তীও। তিনিই এবার সরকরি সাক্ষী হওয়ার আবেদন জানালেন। আদালত সূত্রে খবর, গত শনিবার বিচারপতি হরদীপ কাউরের কাছে রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জানান অমিত। এইসঙ্গে দাবি করেন, তাঁর কাছে এই মামলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। একমাত্র রাজসাক্ষী হলেই ওই বিষয়ে পুলিশকে জানাবেন তিনি। এর পর বিচারপতি অমিত বয়ান নেওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দেন।

বিশ্বের সবথেকে বড় সান্টা ক্লজের দেখা মিলল পুরীর সমুদ্র সৈকতে

পুরী, ২৫ ডিসেম্বর: জগন্নাথের শহরে বিশ্বের সবথেকে বড় সান্টা ক্লজ তৈরি করলেন বালু শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক। এই সান্টা ক্লজ তৈরি করে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ওড়িশার বালু শিল্পী সুদর্শন।

ক্রিসমাস উপলক্ষে পুরীর ব্লু ফ্ল্যাগ সমুদ্র সৈকতে বিশালাকার সান্টা ক্লজ তৈরি করেন সুদর্শন পট্টনায়ক। তবে এই সান্টা ক্লজ একটু আলাদা। বালির উপরে পেঁয়াজ দিয়ে বিশ্বের সবথেকে বড় সান্টা ক্লজ তৈরি করেছেন সুদর্শন। সান্টা ক্লজের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এক বিশেষ বার্তাও, 'গিফ্ট অ্যা প্লান্ট, গ্রিন দ্যা আর্থ' অর্থাৎ গাছ উপহার দিন, সবুজ করুন পৃথিবীকে।

কেন গাছ লাগানোর বার্তা দিলেন, সে প্রসঙ্গে সুদর্শন পট্টনায়ক বলেন, 'আমরা সকলেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা, তা জানি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের আরও গাছ লাগানো প্রয়োজন। ৮ ঘণ্টা লেগেছে এই স্থাপত্য তৈরি করতে। যখন গোটা বিশ্ব ক্রিসমাস উদযাপন করবে, তখন দেখবে যে ভারতে সবথেকে বড় বালি ও পেঁয়াজের সান্টা ক্লজ তৈরি করা হয়েছে।'

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক জানান, এই সান্টা ক্লজ তৈরি করতে দুই টন পেঁয়াজ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রতি বছরই ক্রিসমাসে আমরা নতুন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করি। এবার আমরা বালি ও পেঁয়াজ দিয়ে বিশ্বের সবথেকে বড় সান্টা ক্লজ তৈরি করেছি, যার উচ্চতা ১০০ ফুট, ২০ ফুট উচু ও ৪০ ফুট চওড়া। এর জন্য ২ টন পেঁয়াজ ব্যবহার হয়েছে। আমরা গাছ উপহার দিয়ে পৃথিবীকে সবুজ করার বার্তা দিয়েছি।'

ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস গাজার আল মাঘাজি শরণার্থী শিবির, মৃত অন্তত ৭০

গাজা, ২৫ ডিসেম্বর: ইজরায়েলের বোমাবর্ষণে ধূলিসাৎ গাজার আল-মাঘাজি শরণার্থী শিবির। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭০ জনের। এমনটাই দাবি করেছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। এই হামলায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তেল আভিভের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনেছে হামাস।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, রবিবার ইজরায়েলের এই ভয়ঙ্কর হামলার কথা জানিয়েছে হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এই বিষয়ে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মুখপাত্র আশরাফ আল-কিদরা জানিয়েছেন, ইজরায়েলের বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আল-মাঘাজি শরণার্থী শিবির। সেখানে বহু পরিবারের বসবাস ছিল। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তিনি আরও অভিযোগ জানান, ওই শরণার্থী শিবিরে যা হয়েছে তা গণহত্যা। তেল আভিভের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনেছে হামাসও। তাদের বক্তব্য, এটা গণহত্যা। নতুন যুদ্ধপরাধ করেছে ইজরায়েল। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের সমস্ত প্রতিবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবারই হামাস দাবি করেছিল, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ২০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে সেখানে ২০ হাজার ২৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত। যার মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও রয়েছে। কিন্তু এত রক্তপাতের পরও নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল ইজরায়েল। হামাসের শেষ না দেখে তারা লড়াই থামাবে না। একাধিকবার এই কথা জানিয়েছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

বলে রাখা ভালো, গাজায় মৃত্যুমিছিল রুখতে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। রক্তপাত থামাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। কিন্তু আমেরিকার ভেটোতে তা আটকে যায়। ওয়াশিংটনের যুক্তি ছিল, এই প্রস্তাবে যুদ্ধের ময়দানে পরিস্থিতি কিছুই পালটাবে না। বাস্তব থেকে যোজন দূরে এই প্রয়াস। এটা অর্থহীন। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ করেছে ইজরায়েল। জঙ্গিদের নিকেশ করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ।

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 194, KOLKATA, TUESDAY, 26 DECMBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

হার্দিককে দলে নেওয়ার জন্য গুজরাটকে ১০০ কোটি ট্রান্সফার ফি দিয়েছে মুম্বই!

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধুই কি ক্রিকেটীয় কারণ? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে পুরোটাই ব্যবসা? গুজরাট টাইটান্সকে বিদায় জানিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরেছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। সেই খবরে তোলাপাড় হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট। তবে এখন শোনা যাচ্ছে গুজরাট থেকে পুরনো দল মুম্বইতে ফিরে যাওয়ার জন্য হার্দিকের ট্রান্সফার ফি নাকি ছিল ১০০ কোটি টাকা! আগামী আইপিএলের এমনই তথ্য সামনে এসেছে।

কিন্তু কীভাবে এই চুক্তি সম্ভব হল? ক্রিকেটীয় যুক্তির কথা ভাবলে মনে হচ্ছে, রোহিত শর্মার পরবর্তী জমানায় সাদা বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হতে পারেন হার্দিক। দু'টি আইপিএল ফাইনালে অধিনায়ক হিসেবে দলে তোলার অভিজ্ঞতাও তাঁর রয়েছে। এদিকে ২০২৫ সালেই আইপিএল-এর মেগা নিলাম। তার আগে হার্দিককে দলে নেওয়ায় এখন তাঁকে 'রিটেন' করে দল সাজানোর জন্য ঝাঁপাতে পারবে মুম্বই।

তবে একইসঙ্গে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ব্যবসারও গন্ধ পাচ্ছেন ক্রিকেট পণ্ডিতরা। আসলে গুজরাটের মালিক হল সিভিসি ক্যাপিটালস। এই সংস্থা আইপিএলের দল কিনেছে বিনিয়োগ হিসেবেই। ৫৬২৫ কোটি টাকা দিয়ে গুজরাটের দল কিনেছিল সিভিসি।

আপাতত এই সংস্থার ম্যানেজিং পার্টনারের সংখ্যা ৪০। স্বভাবতই হার্দিককে মুম্বইতে পাঠিয়ে এই সংস্থার পকেটে এসেছে মোটা টাকা। যদিও এই অঙ্কের বিষয়ে তিন পক্ষের কেউই মুখ খুলতে চায়নি। তবে সূত্রের দাবি, গুজরাট থেকে মুম্বইয়ে যাওয়ার জন্য হার্দিকের ট্রান্সফার ফি নাকি ছিল ১০০ কোটি টাকা!

অবশ্য এই আকাশছোঁয়া ট্রান্সফার ফি-এর দাবি আদতেই সত্যি কি না, সেটা জানা যাবে আগামী অর্থবর্ষের শেষে। সিভিসি ক্যাপিটালস যখন তাদের আয়কর রিটার্ন ফাইল করবে। তবে ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড হিসেবে সিভিসির কাছে এই লেনদেন নিঃসন্দেহে আইপিএল জয়ের সমান।

ফুটবল জগতে এই মডেলে বহু বছর ধরেই ব্যবসা হয়ে আসছে। তবে ক্রিকেটেও হার্দিকের লেনদেনের মাধ্যমে এই মডেল বেশ জনপ্রিয় হতে পারে।

ইউরোপে ডাচ ক্লাব আয়াক্স কিংবা জার্মানির বরুশিয়া ডর্টমুন্ড গত কয়েক বছর ধরে এভাবেই ফুটবলার কেনাবেচা করছে। এবার নাকি হার্দিকের ক্ষেত্রেও সেই মডেলকে সামনে আনা হল।

২৪ বছর বয়সে মুম্বইতে যোগ দিয়েছিলেন হার্দিক। দু'বছর গুজরাটে কাটিয়ে ফের ঘরে ফিরেছেন তিনি। আইপিএল-এর শুরুতে হার্দিকের দাম ছিল ১০ লাখ। আর এখন তাঁর মূল্য ১৫ কোটি টাকা। তবে কোন অঙ্কে গুজরাট থেকে মুম্বইতে হার্দিককে আনলেন নীতা আম্বানিরা? ব্যাপারটা অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে দু'বছর হার্দিকের জন্য ৩০ কোটি খরচ করেছে গুজরাট। আর ট্রান্সফার ফি বাবদ ১০০ কোটি টাকা পেয়েছে, তাতে সেই খরচ হয়ত উঠে এসে লাভ এনে দিয়েছে বিনিয়োগকারীদের।

শামির অভাব ঢাকতে রোহিতের ভরসা প্রসিদ্ধ না কি মুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে পারবেন না মহম্মদ শামি। বাংলার পেসারকে না পাওয়া যে বড় ক্ষতি তা মানছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কিন্তু শামির জায়গায় ভারতীয় দলে সুযোগ কাকে দেওয়া হবে? সেটা ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে খোলসা করতে চাইলেন না রোহিত।

সেঞ্চুরিয়ানে ভারতের প্রথম টেস্ট। বক্সিং ডে টেস্টে রোহিতের হাতে যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় পেসার হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় শামির না থাকা কতটা প্রভাব ফেলবে? রোহিত বলেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টেস্ট সিরিজ। কখনও এখানে সিরিজ জিতিনি আমরা। এই বার সেই সুযোগ রয়েছে। শেষ দু'বার আমরা জয়ের কাছাকাছি এসেও পারিনি। এ বার সেটাই আমাদের তাগিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের পেসারেরা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাল বল করেছে। ওরা নিজেদের প্রমাণ করে দিয়েছে। তবে এ বারের সিরিজে শামির না থাকাটা খুব বড় ক্ষতি।

শামি না থাকায় সুযোগ পেতে পারেন মুকেশ এবং প্রসিদ্ধের মতো কোনও পেসার। কিন্তু কে পাবেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। রোহিত বলেন, বুমরা আর সিরাজ খেলবে। তবে প্রথম টেস্টে আমরা তিন পেসারে খেলার কথা ভাবছি। মুকেশ এবং প্রসিদ্ধের মধ্যে যে কোনও এক জন সুযোগ পাবে। রোহিতের মতে প্রথম একাদশে কারা খেলবেন সেটার ৭৫ শতাংশ ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাকিটা ঠিক করা হবে দলের বৈঠকের পর।

টেস্টে রোহিতের সঙ্গে শুভমন গিল ওপেন করতে পারেন। তিন নম্বরে খেলতে পারেন তরুণ যশস্বী জয়সওয়াল। বিরাট কোহলি নামবেন চার নম্বরে। পাঁচ নম্বরে খেলতে পারেন শ্রেয়স আয়ার। উইকেটরক্ষক হিসাবে খেলবেন লোকেশ রাহুল। তিনি ছ'নম্বরে ব্যাট করবেন। দলে থাকবেন রবীন্দ্র জাডেজা। অলরাউন্ডার শার্দুল ঠাকুরকে খেলাতে পারে দল। তিন পেসারের মধ্যে বুমরা এবং সিরাজের জায়গা পাকা। তৃতীয় পেসারের জায়গা নিয়ে লড়াই হবে মুকেশ এবং প্রসিদ্ধের মধ্যে।

পাকিস্তান দলের বড়দিনের উপহার পেয়ে আপ্লুত কামিন্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও অনেক দেশের মতো অস্ট্রেলিয়ায়ও সময়টা উৎসবের। তবে সাধারণত পবিত্র বড়দিনের পরদিনই (বক্সিং ডে) অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ থাকে বলে ক্রিকেট নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের। অবশ্য এদিন পরিবার পাশে থাকে তাঁদের, অনুশীলনও হয় বেশ হালকা মেজাজে।

প্যাট কামিন্সরা এমসিজির ইনডোরে আজ তেমন অনুশীলনই করছিলেন। এর মধ্যে তাঁদের কিছুটা চমকেই দিয়েছে পাকিস্তান দল। অস্ট্রেলিয়া দল ও তাদের পরিবারের জন্য বড়দিনের উপহার নিয়ে হাজির তারা। অধিনায়ক শান মাসুদ ও কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়ে দলের ম্যানেজার নাভিদ আকরাম চিমা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বড়দিনের উপহার তুলে দেন কামিন্সের হাতে। এরপর নিজে বাচ্চাদের মধ্যে ললিপপ বিতরণ করেন।

পুরো সময়ের একটি ভিডিও নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সেখানে কামিন্স, ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খাজা ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা দেখা যায় পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদ, বাবর আজম, পেস বোলিং কোচ উমর গুল, প্রধান কোচ মোহাম্মদ হাফিজদের।

পাকিস্তান দলের উপহার পাওয়ার পর কামিন্স বলেন, 'স্রেফ দারুণ একটা ব্যাপার। বড়দিনের উপহার, বাচ্চাদের জন্য ললিপপ। দারুণ ব্যাপার। পাকিস্তান দলের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক। দুবছর আগের সফরটিও সত্যিই বিশেষ কিছু ছিল। তারা সত্যিই খুবই সদয় ও চিন্তাশীল ছিল আমাদের কথা ভাবার ব্যাপারে।'

পার্থে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ৩৬০ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বক্সিং ডে টেস্টের আগে দুই দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে চোটজর্জর পাকিস্তান। দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ১২ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে তারা। প্রথম টেস্টে খেলা উইকেটকিপার সরফরাজ আহমেদ ও ফাহিম আশরাফ বাদ পড়েছেন, একাদশে ফিরছেন উইকেটকিপার মোহাম্মদ রিজওয়ান। অন্যদিকে আগের টেস্টের একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছে অস্ট্রেলিয়া।

টেস্টের প্রথম দিন অবশ্য মেলবোর্নের আবহাওয়ায় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস আছে।

যুব সমাজকে মাঠমুখী করার বার্তা দিতে ছুটির দিনে শ্যামনগরে ব্যাটে হাতে চাকরিজীবীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বড়দিনের ছুটির আনন্দে কেউ পিকনিকে মত্ত। আবার কেউ ছুটি কাটাতে দিঘা, শঙ্করপুর কিংবা তাজপুর সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছেন। তবে ছুটির দিন একেবারে আলাদাভাবে কাটালো শ্যামনগরের একঝাঁক তরুণ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়ায় মোবাইলে বুদ পড়া যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে সোমবার এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিল শ্যামনগরের যুব সমাজ। এঁদের মধ্যে কেউ রেল কর্মী কিংবা পুলিশ কর্মী, আবার কেউ পঞ্চায়েত সদস্য, আবার কেউ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পাশাপাশি বড়দের সঙ্গে ময়দানে নামলেন এলাকার স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারাও। শ্যামনগর অন্নপূর্ণা খেলার মাঠে মৈত্রী বন্ধন ও পাওয়ার হিটার ইলেভেনের মধ্যে প্রীতি ম্যাচ এদিন টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শেষ হল। জয়লাভ করলো চাকরিজীবীদের টিম মৈত্রী বন্ধন।খেলায় অংশ নেওয়া রেল কর্মী পার্থ প্রতিম সরকার বলেন, প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ এবং কচিকাঁচাদের মধ্যে কেক বিতরণ করে বড়দিন উদযাপন করা হল। লক্ষ্য, যুব সমাজকে মাঠমুখী করা।

অপরদিকে পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় ঘোষ বলেন, শরীর ও মন সুস্থ রাখতে খেলাধূলা অত্যন্ত জরুরি। খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটে। তবে মোবাইল ছেড়ে নতুন প্রজন্মকে মাঠে আসার বার্তা দিতেই ছুটির দিনে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল।

'নতুন মেসি'কে পেতে লড়াইয়ে সিটি, চেলসিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্জেন্টাইন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতে বছর শেষ করেছে রিভারপ্লেট। ট্রফির লড়াইয়ে রোজারিও সেন্ট্রালকে রিভারপ্লেট হারায় ২-০ গোলে। তবে রিভারপ্লেটের শিরোপা জয়ের সে আনন্দ কিছুটা ম্লান হয়েছে ক্লদিও এচেভেরির ক্লাব ছাড়ার ঘোষণায়। এচেভেরি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি আর চুক্তি নবায়ন করছি না।' এ ঘোষণায় রিভারপ্লেট সমর্থকদের মন খারাপ হলেও নড়েচড়ে বসেছে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা। রিভারপ্লেটের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সম্প্রতি আর্জেন্টিনার হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ দিয়ে আলোচনায় আসেন এচেভেরি। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে করেছেন হ্যাটট্রিকও। পাশাপাশি রিভারপ্লেটের হয়েও মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন ১৭ বছর বয়সী এ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। খেলার ধরনে লিওনেল মেসির সঙ্গে মিল থাকায় তাঁকে ডাকাও হচ্ছে 'নতুন মেসি' বলে। কারও কারও চোখে এচেভেরি আবার মেসি ও ডিয়েগো ম্যারাডোনার মিশ্রণ।

এ মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে থাকলেও ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর সঙ্গে এচেভেরিকে জড়িয়ে আলোচনা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। গত এপ্রিলেই তাঁকে নিতে রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি ও ম্যানচেস্টার সিটির ত্রিমুখী লড়াইয়ের কথা শোনা যায়। আর কদিন আগে জানা যায়, এচেভেরিকে দলে টানতে বার্সেলোনা নাকি ৩৬০ কোটি টাকা দিতেও রাজি আছে।

এচেভেরিকে নিয়ে দলবদলের লড়াই যে জমে উঠতে যাচ্ছে, সে বার্তাই এবার দিয়েছেন দলবদল, বিশেষজ্ঞ ফ্যাব্রিজিও রোমানো। ইতালিয়ান এই সাংবাদিক জানিয়েছেন, পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি ও মরিসিও পচেত্তিনোর চেলসি এচেভেরিকে দলে টানতে মরিয়ে হয়েই মাঠে নেমেছে। রোমানো জানান, বার্সাও তাঁকে নেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। এচেভেরিও বার্সায় খেলতে চান।

কদিন আগে এচেভেরি বলেছিলেন, 'রিভারপ্লেটের মতো বার্সার হয়েও আমি খেলতে চাই। আমি মেসির অনেক বড় ভক্ত। আমি তাঁকে বার্সায় খেলতে দেখে বেড়ে উঠেছি। ছোটবেলা থেকে রিভারপ্লেট ও বার্সাকে অনুসরণ করি।' তবে বার্সা-এচেভেরির এক হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আর্থিক,সংগতি নীতি। যে কারণে শেষ পর্যন্ত সিটি এবং চেলসির মধ্যে হতে পারে এ তরুণকে নিয়ে আসল লড়াই।

এই দুই দলের মধ্যে অবশ্য চেলসির চেয়ে সিটিই অবশ্য কিছুটা এগিয়ে আছে। সেটি দলটিতে থাকা আরেক আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজের কারণে। আলভারেজ এবং এচেভেরির মধ্যে সম্পর্ক নাকি বেশ ভালো। ধারণা করা হচ্ছে এচেভেরির ভবিষ্যৎ গন্তব্য নির্ধারণে বেশ ভালোভাবেই ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়টি।

জানুয়ারিতে ১৮-তে পা দিতে যাওয়া 'নতুন মেসি'র সঙ্গে রিভারপ্লেটের চুক্তি শেষ হবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। যেখানে তাঁর রিলিজ ক্লজ ৩ কোটি ইউরো। সামনের দিনগুলোতে তাঁর দলবদল নিয়ে কী নাটক মঞ্চস্থ হয়, সেটিই এখন দেখার অপেক্ষা।

দক্ষিণ আফ্রিকা 'অভিশাপ' এবার কি কাটাতে পারবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলির সেটিই ছিল শেষ টেস্ট। স্টাম্প মাইক্রোফোনে সেবার নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কোহলি। ব্রডকাস্টিং চ্যানেল ডিআরএসে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকাকে সহায়তা করছে, এমন অভিযোগ তুলেছিলেন। দুই বছর পর সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের আরেকটি টেস্ট সিরিজ। চ্যালেঞ্জটি অবশ্য একই আছে;দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথমবারের মতো কোনো সিরিজ জয়। আগামীকাল, বক্সিং ডে-তে সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে শুরু হচ্ছে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথমটি।

যে কটি দেশে ভারত টেস্ট সিরিজ খেলেছে, একমাত্র এখানেই জেতেনি কখনো। আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া সিরিজটি দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতের নবম।

দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য অক্ষত রাখতে চাইছে সে রেকর্ড। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা যেমন বলেছেন, 'এ রেকর্ড অক্ষত রাখার ক্ষেত্রে অনেক গর্ব আছে। ভারতকে এটি আরও বেশি উজ্জীবিত করবে, ফলে আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে।'

অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে সফল সফর শেষে ২০২১-২২ মৌসুমে অনেক প্রত্যাশা নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল ভারত, দলটিও ছিল শক্তিশালী। সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়েও গিয়েছিল কোহলির দল। তবে পরের দুটি ম্যাচেই ডিন এলগারের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা দল চতুর্থ ইনিংসে সফল রানতাড়ায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। সিরিজ জেতে ২-১ ব্যবধানে।

ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিভিউ এলগারের পক্ষে যাওয়ার পরই স্টাম্প মাইক্রোফোনে হতাশা ঝাড়েন কোহলি। ম্যাচ শেষে পরদিনই টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন তিনি। এবারের সিরিজে নিজ নিজ দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটসম্যান হিসেবেই থাকবেন কোহলি ও এলগার। যদিও দুজনের কেউই এবার অধিনায়ক নন।

৩৬ বছর বয়সী এলগার তো এ সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাওয়ার ঘোষণাই দিয়েছেন। টেস্ট দলের কোচ হিসেবে শুকরি কোনরাড আসার পর থেকে বেশ পালাবদলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দলটি, এরই মধ্যে অধিনায়কত্ব হারান এলগার।

কোনরাড নিজেই নিশ্চিত করেছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনার পরই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এলগার। তবে এ বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের 'কাঠিন্য, লড়াইয়ের সামর্থ্য, পারফরম্যান্স আর কখনো হার না,মানার সামর্থ্যের' দারুণ প্রশংসাও করেছেন প্রোটিয়া কোচ।

ভারতের বিপক্ষে টপ অর্ডারের ব্যাটিংয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশ প্রয়োজন পড়বে এলগারের সেসব গুণ। টপ অর্ডারে নতুন চেহারায় দেখা যাবে ভারতকেও। চেতেশ্বর পূজারা ও অজিঙ্কা রাহানেকে ছাড়াই সামনে এগোতে চাইছে ভারত, এ সিরিজে দুজনের কেউই নেই। দুজনকে ছাড়াই দেশের বাইরে ভারত সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিল ২০১২ সালে। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পেস,সহায়ক কন্ডিশনে নিজেদের সামর্থ্য দেখিয়েছিলেন তাঁরা।

স্বাগতিকেরা অবশ্য গতি দিয়েই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অস্বস্তিতে ফেলতে চান। কোনরাড মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'ভারতের মানসম্পন্ন ব্যাটিং লাইনআপ আছে, তবে আমাদেরও ভালো বোলার আছে।'

এ সিরিজ সামনে রেখে তরুণ পেসার মার্কো ইয়ানসেন ও জেরাল্ড কোয়েৎজি সম্প্রতি চার দিনের ঘরোয়া লিগে খেলেছেন। তবে চোটের কারণে মাঠের বাইরেই ছিলেন দুই অভিজ্ঞ পেসার কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গি এনগিডি। অবশ্য কোনরাডের আশা, দুজনই প্রথম টেস্টে ফিট হয়েই নামবেন, 'তারা ফুরফুরে থাকবে, আগুন ঝরাবে।'

অন্যদিকে চোটের কারণে ভারত দল থেকে ছিটকে গেছেন মোহাম্মদ শামি। তবে আছেন যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজের মতো পেসার।

এ টেস্ট দিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্যদিকে গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জেতা সিরিজের পর এটি ভারতের দ্বিতীয়। ৬৬.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষেও রোহিত শর্মার দল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**